

AUGUSTE COMTE,

THE POSITIVIST.

ধুববাদী।

অগস্ত্ কোম্‌ত।

কলিকাতা।



বেন্‌টিক্‌টীট্‌, ৮০ নং, কলিকাতা প্রেস।

ঐযহেজ্‌নাথ ঘোষালের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮১ সাল।

[illegible]

বিজ্ঞাপন ।

প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল কলিকাতাস্থ ফ্রিচার্চ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মান্যবর জীযুক্ত রেব্রেরণ্ড ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ক্যানিঙ্ ইনিক্টি-টিউটে “ অগস্ত্ কোম্‌ত্‌ দি পজিটিবিষ্ট্‌ ” নামক প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন । কোম্‌তের জীবনবৃত্তান্ত উপলক্ষে তদীয় মতের দোষ ও অপ্রামাণিকতা দর্শানই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । এতদভিপ্রায়ে তিনি বিস্তর আয়াস ও যত্ন স্বীকার করিয়া মিল, হার্সেল্‌, হিউএল্‌, লিউইস্‌ প্রভৃতি কয়েক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ধ্রুববাদ বিষয়ক মত সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে উক্ত প্রস্তাবনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । কোম্‌তের দর্শন ও সমাজশাস্ত্র হইতেও কয়েকটি পরম্পর বিসংবাদিত ও বিরুদ্ধ বচন বহিস্কৃত করিয়া উহাতে উদ্ধৃত করা হইয়াছিল । এতদ্বিন্ন যে সকল বিষয় কোম্‌তের গ্রন্থ পাঠ করিয়াও সচরাচর লোকের উপলব্ধি হওয়া মুকঠিন তাহাও তিনি তন্মধ্যে প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । আমি কতিপয় মান্য ব্যক্তির উৎসাহে, অনুরোধে ও আনুকূল্যে উহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম ।

ইংরাজী বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের সম্যক্‌ মর্ম্মবোধক শব্দ বঙ্গভাষায় অতি বিরল । এই অসঙ্গতি প্রযুক্ত ইংরাজী কথার অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করত বঙ্গভাষায় প্রতিক্রম নূতন শব্দ সঙ্কলিত করিতে হইয়াছে । যে যে শব্দ নূতন সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাদের ইংরাজী অর্থসম্বলিত-তালিকা এই পুস্তকের শেষভাগে সমাধৃত করা হইল । কিন্তু সঙ্কলিত শব্দগুলি কত দূর পরিপূর্ণ ও অবি-সংবাদিত হইয়াছে তাহা পরিভূষ চিত্তে বলিতে পারি না । যাহারা অনুগ্রহ করিয়া শব্দ সঙ্কলন ও

রচনা সংশোধন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতে পারিলে আনুবিধিৎসার কার্য্য হইত বটে, কিন্তু পাছে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিলে মর্যাদার হানি হয়, আমি এই আশঙ্কায় এবন্ধিধ অবশ্যকর্তব্যে নিরস্ত হইলাম।

বক্তাভাষায় ইংরাজী গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করা অতি দুর্লভ। পরস্পর রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত; সুতরাং, বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিলেও অনুবাদিত গ্রন্থে অর্থপ্রতীতির বৈলক্ষণ্য এবং প্রকৃতির বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। আমি তজ্জন্য স্থানে স্থানে অবিকল অনুবাদ করি নাই। কোন কোন স্থল একবারেই পরিত্যক্ত এবং স্থল বিশেষে পাঠকদিগের বোধসৌকার্য্যার্থে বর্ণনা বিস্তারিত হইয়াছে। কোম্ব্তের মূলগ্রন্থে দৃষ্টি না থাকিলে যে যে বিষয় বোধগম্য হওয়া সুকঠিন সেই সেই স্থলে জি. এচ. লিউইসের অনুবাদিত “বিজ্ঞানদর্শন” হইতে স্থূল মর্ম্ম গ্রহণ করত এতদ্ব্যধ্যে নিবেশিত করা হইল। এদ্ব্যধে এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না; কিন্তু ষাঁহাদিগের উৎসাহে ও আনুকূল্যে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেই প্রথম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,

সন ১২৮১ সাল, ১০ই আশ্বিন।

} অনুবাদক।

বাগবাজার বীজি লাইব্রেরী
 ডাক সংখ্যা ৩২/৫২২৫.....
 পরিগ্রহণ সংখ্যা.....
 পরিগ্রহণের তারিখ ১৭/৮/২০০৬

ধ্রুববাদী

অগস্ত কোম্ভ ।

ইদানীন্তন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতবর জন্ম ইষ্ট-
 য়ার্ট্ মিল্ মহোদয় “কোম্ভ ও ধ্রুববাদ” বিষয়ক কয়েকটি
 উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া, প্রসিদ্ধ “ওয়েষ্টমিনিষ্টর
 সমালোচনে” ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধ সমূ-
 হের মুখবন্ধে তিনি এই মর্মে লিখিয়াছেন;—“ইউরো-
 পীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে কোম্ভ অধুনা যেরূপ প্রভুত
 খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রধান
 গ্রন্থ খানি বিহীন-সমাজে উক্তরোক্তর যেরূপ সমাদৃত, প্রতি-
 ক্ষিত ও প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আপাততঃ
 তাঁহার দোষ ও অযৌক্তিকতা দর্শান অতিশয় আবশ্যক
 ও সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয়।” কোম্ভের গ্রন্থ এবং চরিত্র
 বিষয়ে দোষাদোষ বা সদসদ্ সমালোচনায় যে তিনি
 সম্পূর্ণ প্রতিবৃত্ত হইলেন, উহার একপ্রকার অভিপ্রায় কথ-
 নই নহে। কোম্ভের মতের ও চরিত্রের দোষ উল্লেখ
 করিতে গেলে, পাছে তদীয় বিশ্ববিস্তৃত-যশোরাশি-বি-
 মোহিত সাধারণের অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসান্বিত হইতে হয়,
 তিনি, এই আশঙ্কায়, এবিধ গুরুত্ব ও ন্যায্য কার্যে হস্ত-
 ক্ষেপ করিতে, এক্ষণে আর কোন ক্রমেই নিরস্ত, সঙ্কুচিত

বা ক্ষান্ত হইতে পারেন না, ইহাই উহার প্রকৃত তাৎপর্য। তিনি যে যথার্থ বুঝুৎসুভাগে এবং বিবেচনামূলক ও নিরপেক্ষ চিন্তে সাতিশয় অভিনিবেশ পূর্বক পর্যবেক্ষণ করত কোম্বতের চরিত্রের এবং দর্শনশাস্ত্রের বিস্তর দোষ ও ভ্রম নিরাকরণ করিয়াছিলেন, তাহার আর অণুমান সন্দেহ নাই; এবং তত্ত্বাবৎ অপ্রকাশ রাখিলে সমাজের যে বিশেষ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, ও ক্ষণিক বাক্যে ব্যক্ত করিলে, উদ্দেশ্য বিফল হইলেও যে, কাহারও লেশমাত্র হানি হইবার কোন সংশয় নাই, তাহা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। আমিও তৎসঙ্কল্পে সঙ্কল্পিত ও তদ্বিধায়ে আশ্রয় হইয়া অদ্য শুভ সায়ংকালে ভবাদৃশ-জনগণসম্মুখে মদ্রচিত এই প্রস্তাবটি পাঠ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। কেবল সাধারণের স্রগোচরার্থে আমি আপনাদিগকে তাঁহার ভ্রমানুসন্ধান বিষয়ে অনর্থক আয়াস স্বীকারে অনুরোধ, কিম্বা তাঁহার অবতীর্ণ ভ্রান্তি-সঙ্কুল দর্শন ও নীতিশাস্ত্র আপনাদিগকে অন্ধের ন্যায় অনুমোদন করিতে দেখিয়া এক মুহূর্ত্তকালের জন্যও মৌনাবলম্বন, করিতে নিতান্ত অসমর্থ, কারণ উভয়েই অশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা; সুতরাং উভয়সঙ্কটাপন্নের ন্যায় আমি আপনাদিগকে কোন দিকেই অগ্রসর হওয়ায় পরামর্শ দিতে সম্যক্ সাহসী নহি।

১৭৯৮ খৃঃ অব্দের ১৯এ জানুয়ারি, ভগদ্বিখ্যাত ফ্রান্স-বাদী অগস্ত কোম্বত ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত মন্টপিলি-

যারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বিপর্যাস্ত ও
 কদর্য্য সময়ে অবনৌমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। তৎকালীন
 সমস্ত ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্য তয়ঙ্কর রাজবিপ্লবে আশ্রুত হইয়া
 দৈনিক রাজনীতি, সামাজিক সৌশ্রুৎখল্য ও চিরপ্রচলিত
 প্রথায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া নিরতিশয় শোচনীয়-
 বস্থায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ঘোরতর মাৎসর্য্য,
 জিঘাংসা ও জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া সমস্ত ফ্রেঞ্চজাতি,
 আবালবৃদ্ধবনিতা, অবিকল রাক্ষস ও পিশাচের
 মত উগ্র, উদ্ধত ও ক্রূরস্বভাবাপন্ন হইয়াছিল এবং
 অনবরত যথেষ্টাচারে ব্রতী হইয়া জন্মভূমির অপরিসীম
 অমঙ্গল সাধন করিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন বিবাদবিসংবাদে
 ধর্ম্মকর্ম্মসত্যতত্ত্বাদি সমুদয় তিরোহিত এবং একতা, ন্যায়-
 প্রিয়তা, সৌহৃদ্য, সৌজন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি পরম
 - ব্রহ্মণীয় গুণগ্রাম সমূলে উন্মূলিত হইয়াছিল। তাঁহার
 ভূমিষ্ঠ হইবার অনতিপূর্বেই ফ্রেঞ্চ ব্যবস্থাপক সভা
 অধিকাংশ জাতীয় ঋণ অস্বীকার করায় দেশের
 মানসন্ত্রম একান্ত বিলুপ্ত ও বাণিজ্য নিঃশেষে
 নিপাতিত হয়। এতাদৃশ ভীষণ গৃহ-নিগ্রহে ও
 অরাজকতায় আর্ন্ত এবং সর্গবিষয়েই বিধিগত প্রকারে
 বিসঙ্কুল হইয়াও বীরপ্রসবিনী ফ্রান্স সাধারণ বৈর-
 নির্ঘাতনে এক নিমেষের জন্যও ভগ্নোৎসাহ বা হতোদ্যম
 হয় নাই। তখনও তাহার সিংহনাদে স্তম্ভিত ইউরোপ
 ঋণ একেবারে শশবাস্ত ও কম্পিত হইয়াছিল। ইটালী

হতদৰ্প ও নিতান্ত তাহার পদানত, রণপরাজিত অক্ৰিয়া অশেষ প্রকারে নিপীড়িত হইয়া। পরিশেষে বেল্জিয়ম প্রদেশ প্রদান পুরঃসর যেনতেন প্রকারে তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপনে ব্যতিব্যস্ত, এবং ব্রিটেন্ বষ্ট্রিংশসহস্র রণবিশারদ সৈন্যপূৰ্ণ চারিশত কোষ রণপাতদ্বারা আক্রান্ত হইবে, এই ভয়ানকবার্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ত্রস্ত, হইয়াছিল। কোয়্‌তেৰ জন্মকালীন তদীয় জন্মভূমিতে যে তুমুল হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরপর সংবৰ্দ্ধিত হইয়া তাঁহার পরিণ-
 তাবস্থায় অতীব ঘোরতর বিকট ভাব ধারণ করে। সুকু-
 মার শৈশবকালে তাঁহার সরল ও নির্মল চিত্তক্ষেত্রে ঐ
 হুর্নিবার দুর্ঘোণের প্রতিকৃতি অতি প্রগাঢ় রূপেই
 প্রতিকলিত হয়, এবং সময়ানুক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া
 তাঁহার পরিবর্তনশালিনী প্রকৃতিকে এতাদিক উত্তেজিত
 করে যে, উহাই তাঁহার দর্শনশাস্ত্রপ্রণয়ন-কল্পে প্রকৃত
 অধিষ্ঠাত্রী বল। নিতান্ত বাহ্য নহে। তিনি স্বয়ং কহি-
 য়াছেন যে “আমি চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিবা-
 মাত্র স্বেচ্ছাবশতঃ ঐ রাষ্ট্রবিপ্লবানুরাগের যথাবিহিত
 সীমার আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করিয়া পর্যালোচনার
 প্রবৃত্ত হই, এবং ঐ মূলক্ষণযুক্ত মঙ্গলকর বিপর্যাস্ত
 উপপ্লবমুখোণে এককালীন দর্শন, নীতি প্রভৃতি শাস্ত্র
 সমুদায়ের সংস্করণ অতিশয় আবশ্যক ও স্বপ্নায়াসসিদ্ধ
 বলিয়া, স্থির সিদ্ধান্ত করি, যাহার চিরস্মরণীয় বিরাট

মূর্ত্তি আমার শরীর পরিগ্রহ করিবার প্রাক্কালীন প্রকাশ পায়” ।

কোম্ভের ইংলণ্ডীয় প্রধান অভিবাদক জি এছলিউইস্ সাহেব কহিয়াছেন যে কোম্ভ-বাল্যাবস্থায় অতিশয় দুৰ্দমন্য ও দুৰ্কিনীত ছিলেন; কিন্তু পরিণামে অনুশিষ্টাচারের ও বিনয়গুণের প্রচুর প্রশংসা করিতেন । তাঁহার জনকজননী তাঁহাকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক যে কোন উপদেশ দিতেন এবং সাধ্যমতে আচারব্যবহার দ্বারা এই সকল দীক্ষিত বিষয় তাঁহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, যে কোন চেষ্টা পাইতেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার দুৰ্ভূক্ত ও চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছিল ।

গৃহে শাসন করা দুসাধ্য বিবেচনায়, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে তন্নগরস্থ কোন পাঠশালায় অন্ত্রবাসী রূপে নিয়োজিত করেন । তথায়ও তাঁহার পূর্ববৎ দুঃশীল ও দুষ্ক স্বভাব সম্পূর্ণই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ শিকানৈপুণ্য ও প্রতিভাশক্তি দেখিয়া সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন । “ তিনি দারুণ দুৰ্দান্ত, উপদ্রবী ও তর্ক-প্রিয় ছিলেন । ” পাঠ্য-ভ্যাসে ও বিদ্যানুশীলনে তিনি সকলকেই সবিশেষ সন্তুষ্ট করিতেন; কিন্তু তাঁহার অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাচরণে সকলেই বিষম বিরক্ত হইতেন । বিদ্যালয়ের শাসকেরা তাঁহার দৌরাগ্রে ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বদা তাঁহাকে অবহর ও

পৌরুষ, এবং শিক্ষকেরা তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায়, শিক্ষাদক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সন্দর্শনে তাঁহাকে নিয়ত মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতেন। স্বপাঠিদিগের আমোদবর্জন্যার্থে কখন কোন যত্ন স্বীকার করেন নাই বটে, তথাচ তাহার সর্বকালে তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ ও সমাদর করিত। ক্ষীণ ও কোমলকলেবর কোম্মত সবল, অকুতোভয়, স্পর্ধায়ুক্ত এবং বিদ্রোহী ছিলেন।

ষাট বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বিদ্যালয়ান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায়ও তাঁহার প্রাগ্‌বৎ ছুটীচারের ও অসদ্ব্যবহারের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাকার অধ্যাপকেরা তাঁহার অলোকসামান্য মেধাশক্তি, বিদ্যার্জনে অভূতপূর্ব অধ্যবসায় দেখিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাতে আপনাদিগের স্নান জ্ঞান করিতেন। চারি বৎসর কাল মধ্যে তিনি তথাকার নিয়মিত পাঠিতব্য সমুদয় অধ্যয়ন করিয়া এতাদৃশ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার রস ও বুদ্ধি কৃতবিদ্যা অধ্যাপকের আসন গ্রহণে সম্যক্ সমর্থ হইয়াছিলেন। “ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বীয় অধ্যাপক মহামান্য গণিতবিদ্যাবিৎ পাণ্ডিত্যবর ম. ঐকঁতারের পাশে উচ্চাঙ্গ পরিগ্রহ পূর্বক, ঐ পাঠশালায় বিদ্যার্থীদিগকে গণিতবিদ্যা বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের সমুচিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।” তাঁহার পিতা মাতা

প্রগাঢ় রাজভক্ত ও ক্যাথলিকধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের মতের অণুমাত্রও অনুসরণ করিতেন না। সপ্তদশশতাব্দীর কোম্‌ত অবলীলাক্রমে চিরপ্রচলিত বিশুদ্ধ রাজনীতি, ধর্মনীতি ও আত্মতত্ত্ব একেবারে বিসর্জন দিয়া সেচ্ছাচারে ও স্বকপোলকল্পিত ধর্ম যাজনে প্রতিজ্ঞাক্রূত হইলেন। ম. লিউইস বলেন যে “তৎকালীন কোম্‌ত রাজানুগত এবং আন্তিক বা নাস্তিকদিগের সহিত কোন সংশ্রবই রাখিতেন না।” বিদ্যালয়ের কোন বালক কোন শাসককর্তৃক কঠিনরূপে শাসিত হওয়ায় সমধিক ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাত্‌ সহধ্যার্থীদিগকে অবগত করে। শাসকের এতাদৃশ আচরণ অবশ্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এবং স্বপাঠীর অবমাননে অবমানিত জ্ঞানে, কোম্‌ত আপনার ও কয়েক জন সমকক্ষী বিদ্যার্থীদিগের স্বাক্ষরিত এই পশ্টাভিখিত বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন;—“মহাশয়, (শাসককে সম্বোধন করিয়া) আপনি এই বিদ্যালয়ের এক জন অতি প্রাচীন ভূতপূর্ব ছাত্র, আপনার সহিত এরূপ ব্যবহার করা ক্লেশকর বোধেও আমরা নিষেধ করিতেছি আপনি যেন ইহার দ্বিসীমায় আর না পদার্পণ করেন।” উক্ত অপরাধেই তিনি পাঠশালা হইতে দূরীকৃত হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তদায়ও স্বীয়স্বভাবমূলত দোষবিশেষবশতঃ তাঁহাকে

কিয়দ্বিধস শান্তিরক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানের অধীনে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

আশ্রমযাত্রা অসহ বোধে তিনি অনতিবিলম্বে, হত-
ভাগ্য জনকজননীর নিবারণ অবহেলা করিয়া নিশ্চই
প্যারিস্ রান্নধানীগমনে স্থিরসংকল্প হইলেন। রিক্ত
হস্ত, এমন কি, একটি কপর্দক মাত্রের ও সঙ্গতি নাই,
সহায়হীন, বাক্যবিহীন, একাকী, কিশোর বয়সে, গৃহ
হইতে নিষ্কান্ত হইয়া, গোপনে ঐ বিষয়রসপরায়ণ নগ-
রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কি করিবেন, কাহার নিকট
যাইবেন, কেইবা তাঁহাকে আশ্রয় দিবে ও কিরূপেইবা
আপন উদরায় আহরণ করিবেন, তাহার কিছুই
স্থিরতা ছিল না; কেবল ভাবীশুভবাদিনী আশামাত্র
পথের সম্বল লইয়া তিনি অকস্মাৎ তথায় উপ-
নীত হইলেন। তাঁহার কোন শিক্ষক ও বন্ধুর সাহায্যে
তিনি তন্নগরীতে কয়েকটি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া গণিতশা-
স্ত্রাধ্যাপনের দ্বারা কটেস্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইতে
পারে, এই রূপ যৎসামান্য অর্থোপার্জন করিতে লাগি-
লেন। তৎকালীন কেরিগ্ণের রাজপুত্র তাঁহার জনৈক
বিদ্যার্থী শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন
পরে তিনি কেসিমন্ পেরিয়ারের গৃহসম্পাদকের পদে
নিযুক্ত হইলেন, ও প্রায় তিন সপ্তাহ কাল উক্ত পদগত
কার্য সমস্ত যথামত নির্বাহ করিলেন; কিন্তু পরিশেষে

উহা মনঃপূত না হওয়ায় একেবারে পরিত্যাগ করেন। বোধহয়, কোম্বুতের ঐ ভাবী রাজ্যমাত্যের সহিত কোন বিষয় আন্তরিক বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, নতুবা তাঁহাকে এত স্বপ্ন দিনের মধ্যে সহসা স্থানান্তরিত হইতে হইত না।

১৮-১৮ খৃঃ অব্দে তিনি আধুনিক প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য দার্শনিক ও চিরাগত রীতিনীতিব্যবহারধর্মতত্ত্বাদি-বিপ্লাবক সেন্ট্‌ সিমনের শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহার গৃহসম্পাদকের কার্যও করিতে লাগিলেন। মনে মনে এই স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, এতাদৃশ বিদ্যালোকসম্পন্ন, উন্নতশীল, প্রশস্তকল্প মহামতি'র আশ্রয়ে থাকিলে, অনায়াসেই অজাতশত্রু হইয়া নিরন্তর সিদ্যালাপদ্বারা সুখস্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে পারি-বেন। কিন্তু দুরাদৃষ্ট তাঁহাকে এতদপরাধমতও অনুগমন করিয়াছিল। ছয় বৎসর অতিবাহিত না হইতেই গুরু-শিষ্যমধ্যে দারুণ ঘন্স উপস্থিত হইয়া উভয়কে একেবারে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করিল। অনন্তর কোম্বু নিজ দর্শনশাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু বলিতে কি, উহাতে, স্থানে স্থানে তাঁহার গুরুর মতের অনেক আভাস স্পষ্টই প্রতীয়মান আছে। উভয়ের শিষ্যেরা পরস্পর প্রভূত দোষারোপ ও গ্লানি করিয়া থাকে। কোম্বু যে সমস্ত মত বা ব্যবস্থা স্বপ্রতিভোক্তাবিত বলিয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, সিমনের শিষ্যেরা তৎসমু-

দায়ই আপনাদিগের গুরু বলিয়া প্রতিপন্ন, এবং তাঁহাকে ছুট মত পহারক বলিয়া নিরতিশয় অনুযোগ ও ভৎসনা, করে। কোম্ভপক্ষীয়েরা তৎসমুদায়ই তাঁহার আপন র বলিয়া বহুপারিকরে প্রকৃত বাক-বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়, এমন কি, উক্ত অপবাদকে নিতান্ত অন্যায় ও ভ্রম্যাপরতন্ত্রের কার্য বলিয়া, যৎপরোনাস্তি কুৎসা করিয়া প্রতিবাদ করে। সিননের নিকট শিষ্যভাবে অতিশয় “অনিষ্ট-কর” ও “সাংঘাতিক” বলিয়া কোম্ভ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ম. লিউইস বলেন যে “কোম্ভের সন্ধি-কীর্ষা যে গিমন্ কর্তৃক সমধিক উত্তেজিত হইয়াছিল, একথা বাস্তবিক অমূলক নহে।”—“আর তাঁহার সহিত সতত একত্র বসবাসবশতঃ যদিও কোম্ভের অন্তঃকরণে কোন বিশেষ সংস্কার বা তন্দ্রাতের আভাস বর্তে নাই, কিন্তু ঐ বথার্থ পারিবারিকমানাবস্থায় তাঁহার উন্নতিশালী চিন্তা-ক্ষেত্রে উক্ত সন্ধিকীর্ষাবৃত্তি যে বিশিষ্ট রূপে প্রগিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ কি ? ” তিনি স্থানান্তরে কহিয়াছেন যে কোন তদানক অপরাধী যাবজ্জীবন কারাবাসে আদিষ্ট হয়। ঐ হতভাগার সহধর্মিণীর সহিত কোম্ভের এগাঢ় আসক্তি জন্মে। ঐ রমণীর প্রতি অবিচলিত অনুরাগই তাঁহার “ক্রববাদানুবর্তী নীতিশাস্ত্র” ও “ক্রববাদ সঙ্ঘীয় প্রমোত্তরিকা” এই দুই খানি গ্রন্থের মূল কারণ। অনতিপরিষ্কৃত রূপে যে সকল মত তাঁহার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ

উদ্বোধন হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সেন্ট্‌ সিমনের নিকট কয়েক বৎসর অবস্থিতি করায় বিশিষ্ট অবয়ব অবলম্বন করে, অর্থাৎ, তাঁহার পরিবর্তনানুরাগানুবর্তী মত সমস্ত ঐ সময় বিশেষ ব্যবস্থায় পরিণত বা প্রবর্তিত হয়। সেন্ট্‌ সিমনের সহিত প্রথম পরিচিত হইবার চারি পাঁচ বৎসর কালমধ্যেই তিনি প্রববাদের মূল সূত্র সমুদায় “সমাজসংস্করণের সার আদর্শ” নামক প্রাঞ্জল প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে সেন্ট্‌ সিমনের সহিত তাঁহার মর্যাদাস্তিক বিবাদ উপস্থিত হয়; ১৮২৫ খৃঃ অব্দে তিনি “বিদ্যানু ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ন্যায্য ব্যবস্থা” মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তদনন্তর তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্ম হইয়া স্বীয় এই নবোদ্ভাবিত দর্শন এবং ধর্ম্ম বিবৃতি ও প্রচার করিতে জীবন সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন।

স্বাভিপ্রেত সম্পাদনে কৃতকার্য হইবার আশয়ে তিনি যেরূপ অপরিয়াপ্ত পরিশ্রম, অপ্রতিহত উৎসাহ, অলৌকিক সহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্মৃতিপথাক্রমে হইলে সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বহুতর দুর্ভিক্ষের নিগ্রহ ও দারিদ্র্যানিবন্ধন অশেষ ক্লেশ পরম্পরা সহ করিয়াও সংকল্পিত বিষয়ে কণকালের জন্যও নিরস্ত বা শিথিলবস্ত হন নাই। রচনাকার্য্য সমাপ্ত হইলে স্বকৃত দর্শন ও নবোদ্ভাবিত অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-প্রণালী প্রচার করাই

তাঁহার চিন্তের একমাত্র চিন্তা, হৃদয়ের একমাত্র বাসনা
 এবং জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। বাঁহাতে
 তদীয় মত পণ্ডিত-সমাজে লক্ষপ্রতিষ্ঠ এবং দেশবি-
 দেশে অখণ্ডনীয় বলিয়া আরাধ্য ও পরিগৃহীত হয়,
 তাহাতেই তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে, অকুতোভয়ে,
 সর্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত অভিনিবিষ্ট থাকিতেন।
 কিন্তু সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্। তিনি তদুৎকৃষ্ট চিন্তা হইয়া
 স্বীয় মতের উৎকর্ষ সাধনে ও প্রতিপত্তি স্থাপনে এত-
 দূর ব্যগ্র ও বিব্রত হইয়া উঠিলেন যে সমুদায় সদ্বিবে-
 চনার সীমা অতিক্রম করত, উদ্যমাতীশয়া প্রযুক্ত
 যথাবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কার্যে দৃষ্টি হারাইয়া,
 হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, একেবারে উন্মাদাবস্থায়
 পর্য্যবসিত হইলেন। কোম্বুতের সহিত ম. গিজোর
 প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, এহলে তল্লিখিত এই বিবরণটি
 অবিকল অনুবাদিত হইল;—“তাঁহার অত্যন্ত ভয়ানক
 আগ্রহাতিশয় ছিল। মনে মনে তাঁহার এই স্থিরপ্রত্যয়
 বদ্ধমূল ছিল যে, কেবল তদীয় ব্যাংহাঙণে সমস্ত মানব-
 জাতির ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎকর্ষ ও সংস্কার সাধনেই
 যেন তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মনুষ্য-
 মাত্রই স্বভাবতঃ কিয়ৎ পরিমাণে অহমিকার পরবশ;
 কিন্তু বাঁহারা যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন, আবিষ্কার-নিপুন
 ও অভিনবব্যবস্থা-সংস্থাপন-প্রিয়, তাঁহারা প্রায় আমা-
 দিগের স্বভাবগুলভকৃত্য ব্যতীত আর অধিকতর

মদনাৎসর্ঘ্যের বশীভূত। তাঁহারা আপনাদিগের বুদ্ধি-
বলকে নিতান্ত অসাধারণ ও আপনাদিগের কার্য-
কলাপকে অতুতপূর্ব্ব বোধে নিরন্তর দৃষ্টি স্কীত হইয়া
থাকেন, এবং সমধিক গৌরবাকাজক্ষায় অভিভূত হইয়া
আপনাদিগের মতকে যথাযোগ্য আদর না করিয়া
দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য অর্কাচীনের মত একেবারে সর্বোৎ-
কৃষ্ট ও অসীম ফলদ বলিয়া, সর্বদা অপরিয়াস্ত্রাঘা
করেন। ম. অগস্ত কোম্‌ত ইহার একটি চূড়ান্ত
দৃষ্টান্ত-স্থল। যদিও তিনি যথার্থ অসামান্য ধীশক্তি-
সম্পন্ন ছিলেন বটে, তথাচ তাঁহাকে তদতিমানী
এক জন অতিশয় উদ্ব্য দান্তিক বলিয়া, স্বীকার
করিতে হইবে,—যজ্ঞপ বিবিধগুণালঙ্কৃত ও উৎকৃষ্ট-
বুদ্ধিবিশিষ্ট তজ্ঞপ নিতান্ত নিকৃষ্টগর্ভপরতন্ত্র, এমন
কি, তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান অহঙ্কার বলিলেও
অত্যাক্তি হয় না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেরিত ব্যক্তি, যাজক,
আচার্য্য ও প্রচারক আছেন, যাঁহারা আপনাদিগের প্রভু
যীশুর মহিমা সর্বত্র কীর্ত্তন করেন ও তাঁহারই প্রভুত্ব
পরিজ্ঞাপ্ত ও প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অবিরত প্রাণপণে
সচেষ্ট থাকেন, এবং যে ধর্ম্ম তাঁহারা প্রচার করেন তাহা
তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাবিত বলিয়া, কখনই আশ্ৰয় লেন
না। ম. অগস্ত কোম্‌ত আপনিই স্বয়ং অবতার, আপনিই
আপনার প্রেরিত ব্যক্তি, আপনিই আপনার ধর্ম্মের সৃষ্টি-
কর্ত্তা, আপনিই যাজক এবং আপনিই প্রচারক ছিলেন।

দূরান্ধারত হইয়া তিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে আত্মসমর্থের উপর নির্ভর করিয়া প্রশস্ত, সরল ও নিস্বার্থ চিন্তে সমস্ত মানব-মনোহার উপর আধিপত্য সংস্থাপনে অসীম ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ, বাহাতে সকলে তাঁহার অনুগামী হইয়া স্ব স্ব উন্নতি সাধনে তৎপর হয়, তাহাই তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন ; এবং আপনাপনি এই দ্বিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সামাজিক রীতিনীতির ঔৎকর্ষ, বিদ্যাধর্মের উন্নতি, সমস্ত মানবজাতির মেধামর্যাদার আতিশয্য, পৃথিবীর সমৃদ্ধি-সাধন ও শ্রীসংবর্দ্ধন প্রভৃতি বাবতীয় হিতকর ব্যাপার উপলব্ধি-কল্পে, তাঁহার নিজ ব্যবস্থার বা মতের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি সংস্থাপন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই । তিনি একাগ্রচিন্তে আপন মত প্রচারে অহর্নিশ ব্যাপৃত থাকিতেন ও যে কোন প্রকারে তদীয় মত-সংস্থাপনী একটা চিরস্থায়িনী বর্জিত। সভা সংস্থাপিত। হইয়া ক্রমশঃ উহা দেশবিশেষে প্রচারিত ও সাদরে পরিগৃহীত হয়, বাহাতে তাঁহার অভিনব দর্শন-পদ্ধতি লোকে মান্য ও অনুসরণ করে, এবং বাহাতে আবহমানকাল তাঁহার জনপতাকা জগতীভূলে নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভূতীয়মান থাকে, তাহাই তাঁহার জীবন-কল্প হইয়া উঠিয়াছিল । স্বীয় বুদ্ধি-বৃত্তি সর্বাপেক্ষা প্রথমা জানে অপরাপর জনগণের উপর আপনাদি প্রভুত্বের ক্ষমতা বা অধিকার আছে বলিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে এক

প্রকার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল এবং সময়ে সময়ে স্বাভাবিক নিকপটচিত্তে এই আত্মতত্ত্ব ল্পটই ব্যক্ত করিতেন। একদা তদানীন্তন “ন্যাসনাম্” পত্রিকার সম্পাদক ম. আরমদ্ মেরাত্তকে বিচারে পরাজয় করত স্বনতাকলম্বী করিয়াছেন ভাবিয়া। তিনি আপন ভাষ্যকে এই মর্মে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন ;—“মেরাত্ত অবশ্যকর্তব্য আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকারে এক্ষণে আর পরাঙ্মুখ নহে। ল্পট বলিতে কি, আপাততঃ কুসংস্কারবর্জিত বিদ্যালোকসম্পন্ন জনগণের নিকট আমার যেরূপ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি উপলব্ধি হইয়াছে তাহাতে অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য হইবার জন্য আর কোন বিশেষ যত্ন পাইবার আবশ্যক নাই, অন্ততঃ কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। এত দিনের পর আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম, বোধ হয়, আমার বহুদিন-ব্যক্তিগত মত প্রচলন ও ব্যবহারস্থান আপামর সাধারণে অচিরেই দেখিতে পাইব।”

১৮২৫ খৃঃ অব্দে তিনি দার পরিগ্রহ করেন। গণিতবিদ্যার উপাচার্য-বৃত্তিধারা একটিমাত্র ছাত্র হইতে বৎকিঞ্চিৎ উপার্জন হইত তাহাতে ভরণপোষণ নির্বাহ হওয়া অতি দুঃসহ দেখিয়া তিনি এমন কোন বসণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, যিনি কেবল তাঁহার চিন্তাবিনোদন ও গৃহস্থসংবর্দ্ধন করিবেন, এমন নহে, অর্থ বিষয়েও বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবেন। তিনি তদনুযায়ী

কেরোলাইন্ মিসিন্ নাম্নী একজন চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া পুস্তকব্যবসায়িনীর সংবিদ্বি বিবাহের প্রথানুসারে পানি-গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি পাত্রীর ব্যয়ে কয়েকটি গৃহ ভাড়া লইয়া যথাবিহিত সজ্জীকৃত, ও আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া, আপনাদিগের বন্ধুবর্গকে অন্তেবাসী ছাত্রভার লইবার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটিও ছাত্র উপস্থিত হইল না; সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্ত্রীর যৎসামান্য সজ্জিতি ব্যয়িত হওয়াতে ঐ দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে হীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কোম্ভ সংবাদ পত্রে লিখিয়া কিঞ্চিৎ আয়-বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পরিণয় করিয়া পর্য্যন্ত তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সুখী হয়েন নাই। স্ত্রীপুরুষের বিবাদবিসম্বাদেই দিবারাত্র অতিবাহিত হইত, বোধ হয়, কোম্ভের উগ্রস্বভাব ও নৃশংস ব্যবহারই উহার মূল কারণ। পতিপত্নী উভয়ের চিন্তাবাদ, সংস্কার, আন্তরিক ভাব, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি প্রভৃতি প্রায় সম্পূর্ণই বিভিন্ন ছিল। কোম্ভ দিবানিশি বিজ্ঞানানুশীলনে নিমগ্ন এবং ঐশ্বর্য্যানি যাবতীর অকিঞ্চিৎকর পার্থিব পদার্থে নিতান্ত বিরত ছিলেন। কিন্তু কেরোলাইন্ ইহার অবিকল বিপরীত, তিনি যৎপরোনাস্তি বিষয়রসপরাগণা ছিলেন,—বেশভুজা, ধনসম্পত্তি এবং ভোগবিলাসাদিতে একান্ত তৎপর। ভাষ্যের স্বার্থপরতা মূঢ়তা ও নীচাশয়

তাঁহার উন্নতশীল, বিদ্যোৎসাহী, বিশাল হৃদয়ের নিতান্ত বিরুদ্ধ, সুতরাং দাম্পত্যপ্রণয় বা সম্ভাব হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল। কেরোলাইনের অপরাপর যতই দোষ থাকুক না কেন, তিনি যে যথার্থ পতিপ্রাণা রমণী ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি সতত স্বামির সেবায়ও পরিচর্যায় একান্ত অধ্যবসায়িনী থাকিতেন। কখন পতিপ্রতি অবহেলা বা অপ্রিয়বাক্যপ্রয়োগ করেন নাই, এবং যাহাতে পতির ঘৃণা বা তাচ্ছল্য জন্মে এমন কোন কার্যে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। ভর্তার যাহাতে দারিদ্র্য-দুঃখ নিবারণ করিতে পারেন এতাদৃশ বিষয়ে সাধ্যমতে কোন উপেক্ষা করিতেন না। কোমৃত স্বয়ং এসমস্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সর্বসময়েই কেরোলাইন্ অবিচলিত চিত্তে তাঁহার শুভানুধ্যান করিতেন, এবং স্বামির সুখসম্পাদন, স্বাস্থ্যসংবর্দ্ধন, যশোবৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি যাবতীয় মঙ্গলাতিপ্রায় তাঁহার সমস্ত কার্যকলাপেই দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোমৃত অপরকে প্রণয়ভাজন করিলেও তিনি ক্রীতদাসমূলত আক্রোশ বা প্রতিহিংসার পরবশ হইয়া এক দিনের জন্যও তাঁহার অপ্রিয় বাসনা করেন নাই, বরং পূর্ববৎ তাঁহার সর্বাঙ্গীন কুশলই অনবরত চিন্তা করিতেন। পতির পরলোকগমনান্তেও কেরোলাইন্ তদ্রূপই তাঁহার শুভানুধ্যায়িনী ছিলেন।

উভয়ে দাম্পত্যভাবে একত্র জীবন যাপন করিলে, বোধ হয়, কোম্বুতের স্বাভাবিক বিপর্যয় ব্যর্থতা ও ঔদ্ধত্য বহু পরিমাণে উপশম হইতে পারিত, এবং পত্নীর প্রিয় ব্যবহারে ও প্রণয়-পূরিত প্রযত্নে তাঁহার স্বাভাবিক দৈনন্দিন চর্যায় ও সামান্য লৌকীক ব্যাপারে মনশ্চঞ্চল্যও নিরাকৃত হইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল।

১৮২৬ খৃঃ অব্দে তিনি নিজ নিকেতনে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় দ্বাসপুত্রিত বক্তৃতা করিবার অভিপ্রায় সর্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন করেন। ইহাতেই সামান্যতঃ তাঁহার দূরাকাঙ্ক্ষার ও অসীম লোকানুরাগ-প্রিয়তার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে জগন্মান্য হামবোলট, প'ইসো, ডি প্লেন্ ভিল্ মণ্ডিবেলো প্রভৃতি কয়েক জন মহামহোপাধ্যায় বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। এব-দ্বিধ বিজ্ঞানবিশারদ মহামতি পণ্ডিতগণের সমাগমে যে তাঁহার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ কি? দর্শন বিষয়ক কতকগুলি গরিষ্ঠ ও অত্যা-বশ্যকীয় অভিনব তত্ত্ব ব্যাখ্যা বা বিবৃতি করিবেন বলিয়া, তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে যে প্রকার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়াছিলেন, তাহার এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার সমধিক সম্পর্কারও প্রচুর মর্যাদা এই শুভসংযোগেই প্রতিপাদিত হইয়াছিল। বাস্তবিক তিনি কয়েকটি মূতন, স্বরূপ, কৌশলপূর্ণ ও সুদূরপরাহত বিষয় বিবৃতি করিতে

আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসমুদায় যে কতদূর জ্ঞান-গর্ভ, উৎকৃষ্ট এবং পরিশুদ্ধ তাহা এ পর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই।

আমরা এক্ষণে যত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার চরিতাখ্যায়িকা পর্য্যালোচনা করিলাম তাহাতে তাঁহার জীবনের দ্বিবিধ প্রতিকল্প প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথমতঃ, তিনি স্বভাবতঃ উজ্জত, উগ্র ও কলহ-প্রিয় ছিলেন, প্রতিবেশবাসী, বন্ধু, বান্ধব, প্রিয়জন, পরিজন এবং পরিচিতের সহিত সর্বদা বিবাদ করিতেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি অলোকসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ছিলেন, বিশ্বরাজ্যের কৌশলানুশীলনে ও নবনব তত্ত্বনির্গম-কল্পে অহর্নিশি ব্যাসক্ত থাকিতেন। ম. লিউইস্ বলেন যে “কোম্বুতের অপ-র্য্যাপ্ত মানসিক পরিশ্রম, সার্বক্ষণিক চিন্তাব্যাসঙ্গ, দ্বিবিধ চুশ্চিন্তা এবং, বিশেষতঃ, নিরন্তর স্বন্দনিগ্রহ তাঁহার পক্ষে ভয়ানক হানিজনক হইয়া উঠিয়াছিল।” তাঁহার প্রতিশ্রুত বক্তৃতাবলীর তৃতীয়টি কি চতুর্থটি সমাপ্ত হইবা মাত্রই তিনি অকস্মাৎ উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি এতাদৃশ উগ্রতা, বিরক্তি ও ক্রুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে তাঁহার হতভাগিনী বনিতা যৎপরোনাস্তি ভীতা ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। অনবরত স্বামির অনন্যবহারের পরিচয় পাওয়ায়, বিশেষ তত্ত্বাবধান ব্যতীত, তাঁহার বর্তমান ভাব দর্শনে কেবলোলাইন্স সন্দেহাতঃ উহাকে “দুঃখাচার বলিয়াই হির করিয়াছিলেন,

কিন্তু বস্তুতঃ উহা বায়ুরোগের পূর্বলক্ষণ।” কিন্তু আমরা এখানে কেবল বায়ুরোগ বলিয়া লিউইসের ন্যায় কোন-মতেই ক্রান্ত হইতে পারি না। ফলতঃ উহা রোগ ব্যতীত আর কি হইতে পারে !—উহা শারিরীক ও মানসীক রোগ—অধর্মাচরণ ও অসাদুতা যে রোগের প্রতিকারণ—যে রোগের প্রতিকার নাই—যে রোগের জন্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই অশেষ দোষের দোষী এবং ইহলোকে ও পরলোকে সর্বতোভাবে দণ্ডার্থ। তিনি কখনই আপন উগ্রস্বভাব পরিবর্তন বা ক্রোধ সম্বরণহেতু কোন বস্তু পান নাই, বরং একেবারে বুদ্ধির দ্বার উন্মোচিত রাখিয়া ক্রমশঃ উহার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, ও জোনার মত “আমার ক্রোধ করা কর্তব্য” এই অভিপ্রায়ে উহাকে সতত সম্পূর্ণ রূপেই উত্তেজিত করিতেন, এবং তজ্জন্য পঞ্চাৎ পাপের অবশ্যস্তাবী সমুচিত শাস্তিও পাইয়াছিলেন।

১৮২৬ খৃঃ অব্দের ২৪এ এপ্রেল শুক্রবারে কোম্ভ সহস্রা অদৃশ্য হইয়া সোমবার প্রাতঃকালাবধি নিরুদ্ভিক্ত ছিলেন। পরে তিনি সেন্ট ডেনিসে আছেন এবং বিধ সমাচার পাইবামাত্র কেরোলাইন্ দ্বারায় তাঁহার অনুসন্ধানের যাত্রা করিলেন, এবং তাঁহাকে সেন্ট বরেন্সাইয়েতে অভিশয় দীন ও শোচনীয়াবস্থায় দেখিতে পাইলেন। কথঞ্চিৎ সুস্থ ও শান্ত হইলে পর কোম্ভ বহির্দেশ-বিহারে অভিলাষ প্রকাশ করায় কেরোলাইন্ তাঁহাকে সমভিগ্যা-



হারে লইয়া গম্বিহিত কোন প্রান্তরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ পথিমধ্যে কোন একটি জলাশয়ের নিকটবর্তী হইবা মাত্র কোম্ভ সহসা বলিয়া উঠিলেন যে 'আমি পদব্রজে এই হ্রদোপরি অবলীলা ক্রমে বিচরণ করিতে পারি, এবং যদিও সম্ভরণ বিষয়ে আপারগ তথাপি আমার জলমগ্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।' এই বলিয়াই তিনি একেবারে তদভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। হতভাগিনী বনিতা তাঁহাকে নানা মতে সাস্তুনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত না হইয়া উক্ত পরিক্ষায় নিতান্ত উদ্ধত হইলেন এবং স্বীয় সহধর্মিণীকে সবলে সেই জলাশয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা কেরোলাইন্ যৌবনাবস্থা প্রযুক্ত বিলকণ বলিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, কিন্তু ছলে, বলে, কৌশলেও তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। কোম্ভ ভাষ্যার হস্ত কঠিন রূপে ধারণ করিয়া বেগে সেই হ্রদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অসহায় কুলকামিনী ভাগ্যক্রমে কোন একটি বৃক্ষের সমীপবর্তিনী হইবা মাত্র প্রাণদায়ে উহাকে এতাদিক কঠিন রূপে অবলম্বন করিলেন যে কোম্ভ ক্রমশঃ অধিকতর বল পূর্বক আকর্ষণ করিয়াও তাঁহাকে সেই বৃক্ষ হইতে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। প্রীতিপ্রদর্শনার এই কৌশলে উভয়েরই প্রাণরক্ষা হইল। অতঃপর তাঁহার দুঃখিনী সহধর্মিণী বহু আয়াশ ও ক্লেশ পরম্পরায় স্বীকার করিয়া আত্মোন্মাদ হেতু তাঁহাকে

বাতুলালয়ে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু এক বৎসর
 অতীত হইল, রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং
 পরপর বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া কেরোলাইনু সাতিশর অনু-
 তাপিত হইয়া নিজ পরিচর্যায় আরোগ্যের প্রত্যাশায়
 গ্রাণবল্লভকে গৃহে আনিলেন। ইত্যবসরে কোম্‌ত জনক-
 জননীর নির্বন্ধাতিশয় অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া সর্বথা
 ক্ষপাধ্যমানে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার একান্ত অসম্ভাব থাকি
 লেও, ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী কোন পুরোহিতের দ্বারা
 পূর্বকৃত সংবিদ্বিবাহ বৈধ করিয়া লইতে অগত্যা
 সম্মত হইলেন। তাঁহার পিতা মাতা মনে মনে
 এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে কোম্‌তের বিবাহ-কার্য
 ধর্মমত নির্বাহ না হওয়ায় তিনি এতদূশ দুঃসহ দুঃখ-
 ভ্রণা ভোগ করিতেছেন; যেহেতু নাস্তিকবুদ্ধির পর-
 তন্ত্র হইয়া ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া
 অগবীন্দ্র নিতান্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিধিমতে ক্লে-
 শ দিতেছেন; এবং আপাততঃ তাঁহাদিগের পুরোহিতের
 দ্বারা পুনরপি তাঁহার বিবাহ-কার্য বৈধরূপে সম্পাদিত
 হইলে, হয়ত তিনি তাঁহার সকল অপরাধ মার্জনা,
 ও তাঁহাকে সকল শাস্তি হইতে মুক্ত করিবেন। উপযম-
 পত্রে কোম্‌ত নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পুরাতন ও অধুনা-
 তন প্রধান রাউবিল্লবকারী “ক্রটস ও বোনাপার্টির”
 নাম সমিবেশিত করিয়াছিলেন।

জননী ও পত্নীর ঐকান্তিক যত্নে ও অক্লিষ্ট পরিচর্যায়

তিনি স্বরাষ্ট্র রোগমুক্ত হইলেন। এই পতিপ্রাণা ভার্যা ও স্নেহময়ী মাতা উভয়ে যে তদুপলক্ষে কৌতুশ ক্লেশ ও যত্নগা সহ করিয়াছিলেন, তাহা অপর কেহ, বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তিলার্দ্ধ অনুমান করিতেও সক্ষম নহে। তিনি বনিতার প্রতি কয়েকবার ছুরিকা নিক্ষেপ করত ভয় প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অভিষ্ট সাধকে যত্ন পাইয়াছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থাবস্থায় আপন উন্নততা উদ্ভেজিত করিয়া মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যায় উদ্যত হইতেন। একদা আত্মজিহ্বাংসায় সীন্ নদীর উচ্চ সেতু হইতে জিনি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোন এক জন সৈনিক পুরুষ তথ্য দিয়া যাইতেছিল সে তাঁহাকে জলমগ্ন দেখিয়া দ্বারায় জল হইতে উদ্ধার করত তাঁহার প্রাণ দান দিল। পত্নীকে স্বজ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যত ক্লেশ এবং যত্নগা দিয়াছিলেন তিনি তন্নিমিত্ত পরিণামে নিতান্ত ক্লুত, পরিতাপিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। নিদাক্রম অনুতপ্ত ও বির হইয়া তিনি বিনীত ও কাতর ভাবে কেরোলাইনের নিকট আপন অপরাধের জন্য ক্ষমা পার্শনা করিয়া- ছিলেন। ইহাতে বিলম্ব প্রতীত হইতেছে যে কেরোলাইনের অকৃত্রিম প্রণয়, সাধুতা ও সুশীলতা যথার্থই তাঁহার হৃদয়জন্ম হইয়াছিল। স্বীকার্য্য তৎকালীন কোম্বুতের উচ্চত স্বভাব, নৃশংস ব্যবহার ও কমপ্রিয়তা- গুণ সর্বিশেষ অবগত ছিলেন তাঁহার। সকলেই মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিতেন যে তাঁহার মূঢ়্য এই চিরস্থায়ী নীতি-
 নীর পক্ষে শতগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। ঐরূপ প্রগাঢ়
 পরিতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার পক্ষে
 নিরতিশয় হিতকর হইয়া উঠিল এবং সত্ত্বরই তিনি ঐ
 ভয়ানক পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। আমরাও
 তাঁহার অন্যান্য জীবিতাখ্যায়কদিগের ন্যায় এই শোচ-
 নীয়াবস্থার সর্বিশেষ বিবরণ করিলাম; কারণ তাঁহার
 চরিত্রের বা গ্রন্থের দোষাদোষ অনুধাবন করিতে
 হইলে এতদ্বিষয় আদ্যোপান্ত অবগত হওয়া অত্যন্ত
 আবশ্যিক।

১৮২৮ খৃঃ অঙ্কের গ্রীষ্মাশ্বিনে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য
 লাভ করেন ও অনতিবিলম্বেই তৎকালীয় কোন সংবাদ-
 পত্রে স্বীয় এই দুর্দৈব্য ক্লিপ্তাবস্থার একটি বিস্তৃত-
 বৃত্তান্ত-পূর্ণ সন্দর্ভ প্রকাশ, এবং পূর্বাশ্রয়িত বক্তৃত্তা-
 বলী পুনর্বার আরম্ভ, করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ
 অঙ্কে তাঁহার বক্তৃত্তাবলীর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত
 হয়। ঐ বৎসর তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রসম্বৃত্ত কতিপয়
 অত্যুৎকৃষ্ট প্রকাশ্য বক্তৃত্তা করেন, এবং ১৮৩৪ খৃঃ অঙ্কে
 তত্তাবৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার দর্শনশাস্ত্র
 বিষয়ক বক্তৃত্তাগুলির দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩৫ খৃঃ অঙ্কে ও
 পরিশিষ্ট, অর্থাৎ, বঙ্ক খণ্ড ১৮৪২ খৃঃ অঙ্কে মুদ্রিত ও
 প্রচারিত হয়। তাঁহার ইংলণ্ডীয় অনুসারী ও অভি-
 বাদকদিগের মতে ১৮২৫ খৃঃ অঙ্ক হইতে ১৮৪২ খৃঃ অঙ্ক

পর্যন্ত এই পুস্তক বৎসর তাঁহার জীবনের সারাংশ।
 বাস্তবিক তিনি ঐ কয়েক বৎসর এক প্রকার সুখস্বচ্ছন্দে
 দিনপাত করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি পলিটেকনিক্
 নামক রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপকের পদে
 অধিরূঢ় এবং অন্যত্র অপর একটি পদ প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কোন একটি সামান্য পাঠশালায়
 গণিতশাস্ত্রাধ্যাপনাদ্বারা সমধিক আয় বৃদ্ধি করিয়া-
 ছিলেন। সর্বসমেত প্রায় ৩৩০ টাকা তাঁহার মাসিক আয়
 হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অর্থের সচ্ছল্য প্রযুক্ত
 তিনি প্রায়ই সুবিধামতে ইটালীয় লঘুরূপক সন্দর্শনে
 গমন করিতেন। সঙ্গীতবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত
 না থাকায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই বটে, কিন্তু
 তথাচ তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ রসবোধ ছিল। তিনি
 সাতিশয় সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন ও তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত
 সুশ্রাব্য ও সুমিষ্ট ছিল; এবং তানমানলয় সংযোগে
 তিনি কোন কোন গীত পরম পরিপাটি ও সুমধুর রূপে
 গাহিতে পারিতেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এতাদৃশ তৌর্যাত্মিক-প্রিয় এবং
 লঘুরূপকসন্দর্শনামোদী কোম্ভ রসাতাস বা উপহাস-
 রসান্বাদনে নিতান্ত বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার ইদানীন্তন গ্রন্থ
 সমস্তই ইহার প্রমাণ-স্থল। ম. মিচ্ বলেন যে “কৌতুক
 বা পরিহাস কাহাকে বলে, বোধহয়, কোম্ভ তাঁহার বিন্দু-
 বিসর্গও জানিতেন না। তৎপ্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে এমন

শ্রল অতি বিরল বাহা পাঠ করিলে তাঁহার সুরসিকতার কোন পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে মলিয়র এক জন যথার্থ সুরসিক লেখক; কিন্তু তাঁহার বিশুদ্ধ বিদ্যা ও জ্ঞানের নিমিত্তই তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, প্রকৃত বাক্পটুতার জন্য কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ তদ্রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মধ্যে শ্রল বিশেষ এতাদৃশ নীরস ও কর্কশ ভাবে বিরচিত হইয়াছে যে, তৎসমুদায় সমালোচনে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে ঐ শ্রলের রচয়িতা জন্মাবস্থিানে কখন মুহূর্ত্তকের জন্যও হাস্য করেন নাই।”

ম. গিল্জো বলেন;—“ম. অগস্ত কোম্বের সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। ১৮২৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ছয়বৎসরকাল মধ্যে তাঁহার সহিত আমার কয়েক বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাঁহার অপর বুদ্ধি-শক্তি এবং সমুন্নত অভিপ্রায় দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়াছিলাম। একদা ১৮৩২ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, আমি রাজকীয় বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইবা মাত্র, তিনি আমার নিকট সহসা উপনীত হইলেন, এবং আমাকে, তাঁহার নিজের জন্য, “কলেজ অব ফ্রান্সে,” একটি পদার্থ ও গণিতবিদ্যা সম্বন্ধীয় সাধারণ ইতিবৃত্তের অধ্যাপকের পদ সূচি করিতে, সদন্তে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথান এবং তাঁহার আচারব্যবহার সম্বন্ধে আমার অন্তঃকরণে তৎকালীন যে যে ভাবের

উদয় হইয়াছিল আমি তৎসমুদায় মনোচিত “জীবন চরিত” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে অকস্মাৎ সেই সকলের অন্যথা লিখিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ কারণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি আমার নিকট যমুবা, সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন এবং ইতিহাস বিষয়ক স্বীয় মত অতি অস্পষ্ট ও কদর্যা রূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি একমনা, স্পষ্টবাদী, অমায়িক, স্বাবলম্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বৈচ্ছা-চারী, এবং বাহ্যিক দৃশ্যে অতি শান্ত ও মন্থ, কিন্তু বাস্তবিক ভয়ানক দান্তিক, ছিলেন। তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে, ভূমণ্ডলে মানবজাতির সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করাই যেন তাঁহার যথার্থ ব্যবসায়। আমি তাঁহার সমস্ত কথাবার্তা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে তখন এই আন্দোলন করিতে লাগিলাম যে, এতাদৃশ প্রশস্ত ও সমুন্নতবুদ্ধিজীবী ব্যক্তি কি প্রকারে এমন ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হইলেন যে জিগীষার বশবর্তী হইয়া বিচারকালে নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য এত ভয়ানক ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন যে যথার্থ তত্ত্ব-নির্ভর পক্ষে দৃষ্টিপাত মাত্র রহিল না, এবং আলোচিত বা প্রস্তাবিত বিষয় বুদ্ধিবুদ্ধ বান্যায়ানুগত, কি না, তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না, এবং সদর্পে যে কোন্ প্রশ্নের কি যৌক্তিকতা করিলেন তাহার কিছুমাত্রও হিরতা নাই—যে ঐদৃশ নিস্বার্থ ও সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তি আপন মতানুবর্তী প্রসঙ্গ না করিয়া অববধান-

বশতঃ কতইতদ্বিকৃত উক্তি করিলেন, এবং মধ্যমধ্যে তাহা জানিতে পারিয়াও নিঃসৃত বিরোধোক্তিই সমর্থন হেতু অগ্নানবদনে আপনার মতের প্রতি বারম্বার বিশেষ প্রদর্শন করিয়া তাহার ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন—যাহা প্রমোদক ও অস্থির সন্তেও কিয়ৎপরিমাণে নীতিগত ছিল। আমি তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে কোন যত্ন পাই নাই। তাঁহার সরলতা, দৃঢ়কল্প, স্বমতোদ্ধতি এবং প্রমোদকতা দেখিয়া আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত চিত্তে নিস্তক হইয়া কেবল অপার্য্যমাণে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিয়া ছিলাম, উত্তরপ্রত্যুত্তর উপলক্ষে একটিও বাক্যব্যয় করি নাই। উপরোক্ত অধ্যাপকের পদ গ্রন্থিত করিতে উপযোগী বা আবশ্যিক বিবেচনা করিলেও, বোধ হয়, তাঁহাকে তৎপদে বৃত্ত করিব বলিয়া, আমি কখন মুহূর্ত্তকের জন্য স্বপ্নেও চিন্তা করিতাম না। তিনি ইতিপূর্বে যে বিবম বায়ুগ্রস্ত হইয়াছিলেন আমি তাহার আভাস মাত্র জানিলে তখন বরং অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণ মৌনীর থাকিতাম।”

যে শাসনপ্রণালী রক্ষা করা “জাতীয় রক্ষকদিগের” অতিপ্রায় সাধ্য থাকিলে তিনি নিজেই তাহা আক্রমণ করিতেন, এই হেতুবাদে ১৮৩০ খৃঃ অব্দে উহাদিগের দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করায় কোম্বল তিনদিবসকাল কারাধিবেশে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে ১৮২৫ খৃঃ অব্দ কোম্বলের জীবনের মধ্যে সবিশেষ স্মরণীয়; কারণ ঐ বৎসর

তিনি কেরোলাইনের পাণিগ্রহণ করেন, এবং স্বীয় দর্শনশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্বিবৃতিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিকন্তু ইহাও কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার ইংলণ্ডীয় অভিবাদকদিগের বিবেচনায় ১৮২৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর তাঁহার জীবনের সারাংশ। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে যেমন তিনি দার পরিগ্রহ করেন এবং তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের রচনাকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে তদ্বিবৃতি বিষয়ে ব্যাসক্ত হইলেন; ১৮৪২ খৃঃ অব্দও তাঁহার জীবনমধ্যে সেই রূপ দ্বিবিধ কার্য্যদ্বারা খ্যাত আছে। ঐ বৎসর তিনি স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, এবং পূর্বপ্রস্তাবনানুযায়ী তাঁহার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক দ্বা-সপ্ততি বক্তৃতা সম্পূর্ণ হয়। পরিবারের সহিত অহরহঃ এরূপ ভয়ঙ্কর কলহ আরম্ভ করিলেন যে, পরম্পর পৃথক্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি যে কি প্রকার ব্যবহার করিতেন তাহা তাঁহার তৎসাময়িক বিবাহ ও সংসারধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে। ম. মিল্ বলেন যে কোম্ব্তের মতে “দাম্পত্যবন্ধন অখণ্ডনীয়;—অর্থাৎ, উদ্ভাহিত স্রীপুরুষ কোন মতেই আর পরিগ্রহ-পাশ অপনীত করিতে পারিবে না, এবং উক্ত বন্ধন অপনয়ন করা, যে কোন কারণেই হউক না কেন, নিতান্ত অব্যবস্থা ও গর্হিতকর্ম্ম। জায়া স্বামীর সম্পূর্ণ বশবর্ত্তীনি এবং সমস্ত স্ত্রীজাতি সম্যক প্রকারে

পুরুষজাতির আয়ত্তাধীন হইয়া গৃহধর্ম সম্পাদন করিবে।” তদন্তর তিনি আর কহিয়াছেন যে “এক জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক দিবানিশিপত্রীরসহিত বিবাদ করিতেন, একথা আপামরসাধারণে ব্যক্তকরা অত্যন্ত দুঃখজনক বটে, কিন্তু তাঁহার জীবিতাখ্যায়কেরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধীয় যে সকল ব্যাপার বা ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত কোন না কোন মতটির বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।”

শ্রীপুরুষে পৃথক্ হইবার অব্যবহিতকাল পরেই ম. ক্লোটিল্ড্ ডিভেঁ নাম্নী কোন রমণীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। কথিত হইয়াছে যে, উক্ত কামিনীর স্বামী কোন গুরুতর অপরাধ হেতু যাবজ্জীবন কারাবাসে আদিষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর কোম্‌ত তাঁহার বিবাহ বিষয়ক পূর্বপ্রকাশিত মত বা ব্যবস্থা সমস্ত আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেন; এবং, এমনকি, তাঁহার সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রও সেই সময়ে একেবারে সমূলে পরিবর্তিত ও নবীকৃত হইয়াছিল, বলিলেও বলা যায়। “বিবাহ-বন্ধন অখণ্ডনীয়” অকস্মাৎ এই বচনের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য পুনশ্চ মিল্ মহাশয়ের কয়েক পংক্তি অবিকল অনুবাদ করিয়া এস্থলে সন্নিবেশিত করা হইল;—“কোন একটি বিশেষ কারণ ব্যতীত পরিণয়-পাশ অখণ্ডনীয়। যিনি সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে এক জন ভয়ানক নিষেধবাদী, যিনি

ইংলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর সম্ভ্রান্ত জনপদের ব্যবস্থা-
 সংহিতায় কোন কোন অত্যাৱশ্যকীয় কারণ বশতঃ বর্জন-
 প্রথা সুপ্রশস্ত-কম্প বা বিধেয় সাব্যস্ত করায় তৎসমুদায়ের
 নিরতিশয় মানি ও কুৎসা, এবং এবিধ দেশাচারকে
 যৎপরোনাস্তি গর্হিত বলিয়া ব্যাখ্যা, করিয়াছিলেন,
 তিনি আপনিই আবার যে কারণে অন্যান্য সভ্যদে-
 শীয় ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীপুরুষ পৃথক্ হওয়া অন্যায়,
 নীতিবিরুদ্ধ ও অপ্রশস্ত কম্প, সেই কারণেই পরিত্যাগ-
 প্রথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—যথা, কোন
 স্ত্রী বা পুরুষ দুষ্কর্ম নিবন্ধন যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ বা নির্কা-
 সিত হইলে তাহার ভর্তা বা পত্নী তাহাকে ইচ্ছামতে পরি-
 ত্যাগ করিতে পারে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণেই পরি-
 ত্যাগ করিতে পারে না। এ ব্যবস্থা এতদ্দেশে কুদ্রাপি
 প্রচলিত নাই—এই নিয়মটি তিনিই নূতন প্রবর্তিত করেন।
 অবশ্য, কোম্‌ত যে কেবল উক্ত হেতুবাদে এই অভিনব
 ব্যবস্থা সঙ্গত বা ন্যায্যানুগত বলিবেন তার আর আশ্চর্য্য
 কি! যে হেতু তাঁহার প্রণয়িনী ক্লোটিল্ড্‌ দূরদৃষ্ট বশতঃ তদ-
 বস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার স্ত্রীভাতি সম-
 স্কীয় ব্যবস্থা ও চিন্তবাদ অর্থোক্তিক এবং নীতিবিরুদ্ধ
 সম্ভেও অপেক্ষাকৃত বহু পরিমাণে কোমল হইয়া উঠিয়া-
 ছিল। তাঁহার পরিশিষ্ট সমাজশাস্ত্রে উহাদিগকে অবাধে
 প্রকৃত দেবীপদারূঢ় করত পূজা, মর্যাদা, আধিপত্য,
 প্রভৃতি অশেষ প্রকার গৌরব প্রয়োগ, ও সকলের আরাধ্য

যন্ত বলিয়া বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে ; কিন্তু তথাপি সামান্য সামান্য ন্যায্য বিষয়ে বঞ্চিত রাখিয়া উহাদিগের যথোচিত অধিকার অপলাপ করিতে কোন যত্নের ক্রটি করা হয় নাই।”

ম. লিউইস্ বলেন ;—“যিনি তাঁহাকে স্বচক্ষে এই স্বপ্নদিনস্থায়ী প্রণয়-মুখ সম্মোগ করিতে দেখিয়াছেন, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারিবেন যে, কোম্‌ত ক্লোটিল্ডের প্রেমে কিরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং অহর্নিশি কতই অনির্কচনীয় আনন্দ সহকারে, প্রেমাত্ম-পূর্ণলোচনে ও গদ্যাদ বচনে তাঁহার অসীম গুণগান করিতেন। যতই তিনি স্বমুখে এই সদাশয়া রমণীর প্রকৃতি বর্ণনা করিতেন ততই তাঁহার হৃদয়কন্দর আনন্দ-প্রবাহে উচ্ছলিত হইত, এবং নয়নযুগলবিগলিত অশ্রুণীরে তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে থাকিত। ক্লোটিল্ডের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ আসক্তি জন্মিবার প্রাক্কালীন আমি তাঁহাকে দর্শন করি, এবং তিনি আমার নিকট এত বিস্তৃত রূপে এই গুণবতী রমণীর অশেষ গুণগ্রাম কীর্তন করিতে লাগিলেন যে তচ্ছ্রবণে আমার অন্তঃকরণে নিরতিশয় প্রীতির ও আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল।”

—“যখন আমি তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি ক্লোটিল্ডের দুর্কিষহ বিরহাধিকাতর হইয়া অবিশ্রান্ত বিলাপ ও পরিভাপ করিতেছিলেন। এবং পুকার বিষমবিরহবিধুর কোম্‌ত যতই তাঁহার স্বর্গীয়

প্রাণমিনীর অলোকসামান্য গুণরাশি বর্ণনা করিতেছিলেন
 ততই তাঁহার লোচনযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি
 মহা বেগে প্রবাহিত হইতেছিল ; এবং তাঁহার অন্তরস্থ
 হুর্নিবার শোকসিন্ধু ক্রমশঃ উল্ললিত হইয়া তাঁহাকে সময়ে
 সময়ে দংশিত করিতেছিল । অধিক কি বলিব, তিনি
 ডিঙের শোকে নিতান্ত বিহ্বল ও ত্রিয়মাণ হইয়াছিলেন ।
 এক বৎসর কাল মাত্র তিনি ঐ অনির্কচনীয় পরম প্রাণ-
 মুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ক্লোটিল্ডের
 লোকান্তর প্রাপ্তির পরেও তৎপ্রতি তাঁহার পূর্বতন
 প্রগাঢ় প্রীতি এবং অনুরাগের লেশ মাত্রও শৈথিল্য হয়
 নাই । ক্লোটিল্ড কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;
 কোম্ব্তের প্রেমাভিভূত অন্তঃকরণে তাঁহার প্রেমময়ী
 প্রতিমা নিরন্তর জাগরুক ছিল, এবং ঐ কাল্পনিক প্রতি-
 মূর্তিতেই তিনি যেন প্রত্যক্ষ বিরাজমানা ছিলেন, তাঁহার
 এই রূপ উপলব্ধি হইত । ” ম. কোম্ব্ত স্বয়ং কহিয়া-
 ছেন ;—“ আমি তাঁহারই প্রভাবে পরিশেষে মানবজাতির
 শুভসাধনে প্রকৃত দ্বিবিধ কল্প হইয়া উঠিয়াছিলাম ।
 যিনি যথার্থ স্রোজনবিভাবিত পবিত্র প্রাণমুখ সমস্তোনে
 সমর্থ হইয়াছেন তিনি অবলীলাক্রমেই তদবস্থা প্রাপ্ত
 হইতে পারেন । যদ্যপি ক্লোটিল্ডের সহিত আমার
 শুভদৃষ্টি না হইত, যদ্যপি আমি তাঁহার পরম পবিত্র প্রেমে
 বঞ্চিত থাকিতাম, যদ্যপি তাঁহার অনির্কচনীয় ও পরম
 প্রতিপ্রদায়িনী ঐশিক শক্তি আমার হৃদয়ে ক্ষতি না

পাইয়া আমার চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পাদিত না হইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আজন্ম কাল এরিস্টটেলের ন্যায় কেবল বিজ্ঞানানুশীলনেই একাদিক্রমে অতিনিবিষ্ট থাকিয়া দেহযাত্রা সম্বরণ করিতাম, এবং কোন ক্রমেই সেন্ট পলের সদৃশ ধর্মযাজন-সমূহা আমার চিত্তে উদীপিত হইত না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানশাস্ত্র সমস্ত হইতে আমি নিমূঢ় ও অতর্কিতচর দর্শন নিঃসৃত করিয়াছি এবং ক্লোটিল্ডের প্রভাবে সেই দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সর্বজনোপযোগী বিশ্বধর্ম সংস্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছি।” বর্তমান শতাব্দীর স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বভণ্ড এরিস্টটেলের বিনয় ও নম্রতার সীমা কি! সগর্ভিত বিশ্বধর্মসৃষ্টিকর্তার শীলতা ধন্য! যাহা হউক, তাঁহার ঈদার্ষ্যশ্রুতি যে তিনি তাঁহার শক্তিরূপা ক্লোটিল্ডকে এখানে বিদ্যুত হন মাই, ইহাই পরম আনন্দের বিষয়। “অদ্যাবধি আমাদিগের উভয়ের অভেদ কীর্তি। তাঁহার গৌরবেই আমার যথেষ্ট গৌরব, এবং তাঁহার পুরস্কারেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। এক্ষণে আবহমানকালের জন্য তিনি যথার্থ সর্বশরণ্য বরেন্য পরমসত্তে বিলীন হইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রেমময়ী প্রতিমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে যেন উহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়ত আবিস্কৃত রহিয়াছে।” এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তাঁহাদিগের দেবতা পরমসত্তকে সত্যজিগাই জীবনান্তে প্রাপ্ত করেন;— অর্থাৎ, যথার্থ গুণবান ও সাধুলোকেসাই জীবনান্তে তাহাতে

মিলিত হয়েন—তৎপ্রাপ্তিও মানসিক অনুধ্যান মাত্র—এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলেই একেবারে ধ্বংস বা লুপ্ত হইয়া যায়। কোম্বতের মতে স্বার্থশূন্য হইয়া পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হওয়াই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে সাক্ষাৎ উপাস্য দেবতা ভাবিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষায় অহর্নিশ তৎপর থাকা কর্তব্য। এই দেবতার নাম পরমসৎ তিনি বলেন কালে সকলে অন্যান্য সমগ্র দেবের পূজার্চনা পরিত্যাগ করিয়া পরমসত্তের আরাধনা করিবে। মনুষ্যের উপচিকীর্ষা-বৃদ্ধি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া যতদূর স্বার্থপরতাকে নিরাকরণ করিবে এবং যত দূর আমরা নিঃস্বার্থ ও আত্মবিশ্মৃত হইয়া অন্যের শুভ-সাধনে ঐকান্তিক যত্ন স্বীকার করিব ততই পরমসত্তের সেবা ও উপাসনা হইতে থাকিবে এবং তদানুবল্লিক চরমে আমাদের পরম পুরুষার্থও লাভ হইবে। প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ ব্যতীত কেবল দয়া বা করুণা দ্বারায় মনুষ্যের সম্যক উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তাঁহার মতে ভক্তিরূপা মাতা, প্রীতিরূপা পত্নী এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রধান প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা। মিউইস্ বলেন যে কোম্বত সদাসর্বদা দাঁতের একটি দ্বোক বিশেষ তাঁহার ক্লোটিল্ডে প্রয়োগ করিতেন, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ করিলাম,—

যাঁহার পবিত্র প্রেমে প্রাণিত জীবন,

মনের মালিন্য মম হরিল সে জন।

পূর্বে কোম্ভ কেবল প্রমিত এবং প্রমেয় প্রদার্থে বিশ্বাস করিতেন। বাহা আবাদিগের বুদ্ধিগম্য ;—অর্থাৎ, যে সকল বিষয় বুদ্ধিধার। উপলব্ধি হইতে পারে, তাহাই তিনি মানিতেন। কিন্তু ভিত্তোর প্রতি তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম সন্মার হওয়ায় তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত এবং সমুত্তেজিত হইয়াছিল। তদবধি বুদ্ধিবৃত্তি 'অন্তঃ-করণের (ধর্মপ্রবৃত্তির) কিকরী—তাঁহার কৃতদাসীনহে— তাঁহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিল। য. কোম্ভ আপনার তৎকালিক মতান্তরপ্রাপ্তিকে উন্নতিজনিত চিত্তৌৎকর্ষ বা নীতিসংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্লোটিল্-ডের ঐশিক শক্তি এবং তৎপ্রতি তাঁহার অগাঢ় প্রেমই উহার প্রধান কারণ। তাঁহার ইদানীন্তন গ্রন্থ সমূহে ঐ প্রভাবশালিনীর ও তাঁহার শুভদায়িনী শক্তির বিষয় তিনি ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আর কহিয়াছেন যে ক্লোটিল্ড কর্তৃক “তাঁহার হৃদাকাশে যে অলৌকিক সুখাশা সমুদ্ভূত ইয়াছিল তাহা তিনি কখন কাকালের জন্যও যথার্থ উপভোগ করিতে পারেন নাই, কেবল কল্পনাধারায় অনুভব করিয়া ক্রমাগত চিত্তকে পরিতৃপ্ত রাখিয়াছিলেন।”

উক্ত পরিবর্তনকে উৎকৃষ্ট বলা দূরে থাকুক, অনেকে তাঁহার স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ ও অপারকে গ্রহণ করায় তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বলিয়া, প্রতি-পাদন করিয়াছেন;—অর্থাৎ, উক্ত আচরণে তাঁহার ধর্ম-বাদ সমূলে পরিত্যাগ, এবং অপর তত্ত্বপ্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া, নির্দোষিত করিয়াছেন। য. মিল

বলেন যে বিজ্ঞান-দর্শন দুইটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত ;—যথা,
 তত্ত্বানুসন্ধান-রীতি এবং প্রমাণানুগত ধর্ম । প্রথমটি
 উপপত্তি বা সিদ্ধান্ত পক্ষে আমাদিগের প্রতিভাশক্তির
 পথদর্শক এবং অপরটি তৎসম্বন্ধীয় প্রমাণ-পরিষ্কারক । প্রথ-
 মটি সম্পূর্ণ ও নির্দোষ হইলে আমরা অভিনব আবিষ্কারে
 কৃতকার্য হইতে পারি, এবং অপরটি সুসম্পাদিত ও
 অসংশয়িত হইলে আবিষ্কৃত বিষয় প্রামাণিক, কি না,
 তাহা নিরূপণ বা স্থির নিশ্চয় করিবার (অর্থাৎ, তৎ-
 সম্বন্ধে প্রমাণ দর্শাইবার বা দর্শিত প্রমাণ সন্ধান, কি না,
 তাহা জানিবার) প্রধান উপায় । যদ্যপি আমরা দর্শন-
 শাস্ত্রের এই রূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করি,
 তাহা হইলে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করায় কোম্বুতের যে আদৌ
 দ্রববাদ অমান্য করা হইয়াছে, ইহা আমাদিগকে অবশ্যই
 মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই । যে রমণী
 তাঁহার নিমিত্ত অসীম ক্লেশ ও ভক্তাচ্ছদনরহিত দারিদ্র্য-
 হুঃখ পরম্পরায় সহকরিয়াও প্রাণপণে তাঁহার মুখসং-
 স্পর্শে যত্ন পাইতেন, নিরপরাধিনী সেই স্বাধীন কামিনীকে
 পরিত্যাগ করায় “বিবাহ-বন্ধন অবগুণ্ণীয়” তাঁহার এই
 বচনের যে নিতান্ত ব্যতিক্রম জন্মিয়াছিল, ইহা দৃঢ়বাদী
 ও নিরপেক্ষ লোক মাত্রই অঙ্গীকার করিবেন । আমরা যত
 দূর পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্ন রূপে অবগত আছি তাহাতে ঐ পতি-
 প্রাণা রমণীর কোন বিশেষ দোষ দেখিতে পাই নাই, কেবল
 কোম্বুত আপনি কখন কখন বলিতেন যে তাঁহার পরী

টীহাকে “অশ্রদ্ধা ও অযত্ন করে;” কিন্তু উহা যে কি পর্যন্ত সম্ভব তদ্বিষয়ে যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হইলে কোম্বুতের ঐ কথাটি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে তদনুযুক্ত অপরাধ সম্ভব হইতে পারে। ম. লিউইস বলেন যে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে “টীহার পূর্বতন তত্ত্বানুসন্ধান-প্রণালীর সম্পূর্ণ ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল,—বস্তুতঃ তিনি তৎপরিবর্তনে বাধিত হইয়াছিলেন। মতভেদের সহিত টীহার চিন্তেও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল;—অর্থাৎ, তৎকালীন টীহার চিন্তাহারিণী ক্লোটিল্ডের প্রতি তাঁহার সান্ত্বনয় প্রগাঢ় আশক্তি জন্মিয়াছিল। প্রমেয়গত বা ধ্রুব-বাদানুবর্তী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া তিনি জগদ্গুরু পোপের মত প্রমাতৃগত বা কাম্পনিক অনুধ্যানানুযায়িক সামাজিক এবং প্রাতিপুরুষিক নিয়ম ও ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে সাহংকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ, এবং আনুমানিক প্রমাণ অবলম্বন, করিয়া তিনি সদর্পে সর্ব বিষয়ের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন” * তিনি পুনশ্চ কহিয়াছেন যে কোম্বুতকৃত নীতিশাস্ত্রের অনুসন্ধান-রীতির এবং সিদ্ধান্তকলাপের প্রতি টীহার সবিশেষ আক্রোশ

* কোম্বুত স্বয়ং সংজ্ঞা করিয়াছেন যে, “মানসিক ঐ অবস্থাকে কিপ্রাণবস্থা বলে যে অবস্থায় প্রমেয়গত জ্ঞান বা বিবেচনা অপেক্ষা কাম্পনিক ধ্যান বা প্রমাতৃগত অনুভূতি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে।”

বা বিবেচ্য থাকাতে তিনি বহুদিবসাবধি উক্ত গ্রন্থ খানি (কোম্ভের এক খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ, ১৮৪২ খৃঃ অব্দের পরে প্রচারিত হয়) ধ্রুববাদ হইতে যৎকুৎসিত ভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য করিতেন।

কোম্ভকৃত দর্শনের প্রথমার্কে যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অপ্রামাণিক তাহা, নোধ হয়, এক্ষণে সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। ম. মিল্ বলেন যে, তাঁহার দর্শনের শেষার্কে (প্রমাণানুগত ধর্ম) যে কেবল ছিল না, এমন নহে, বরং তিনি প্রকারান্তরে তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

ম. লিউইস্ বলেন যে ১৮৪২ খৃঃ অব্দের পরে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন প্রায় তৎসমুদায়ই অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিকপ্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। তিনি প্রকৃত সর্কজ্ঞের ন্যায় অসম্ভাবনীয় অনুভব দ্বারায় অনাগত-কালগর্ভনিহিত বিষয়ের সীমাংসা করিতে অস-ক্ষুচিত চিন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আপামর-সাধারণের উপর কোম্ভের স্বীয় প্রাধান্য সংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষা এতাদৃশী বলবতী দেখিয়া তাঁহার (লিউইসের) এই সকল গ্রন্থের উপর এক প্রকার হুগা ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। “উক্ত গ্রন্থ গুলির মধ্যে যে সকল বিষয়লিপি বক্ত কর। হইয়াছে তত্তাবৎ নিতান্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত-মূলক; কারণ উহাদিগের স্বীকৃত তত্ত্ব সমূহ যৎপরোনাস্তি অযৌক্তিক ও দোষাবহ। যদ্যপি এই স্বীকৃত তত্ত্ব গুলিন

যথার্থ বা প্রামাণিক হইত, তাহা হইলে তাঁহার উপ-
পত্তি বা ব্যাপ্তি সমগ্রই, এক্ষণে যে পরিমাণে উপহাস্য ও
অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে, সেই পরিমাণে সর্বত্র আদরনীয় ও
প্রতিপন্ন হইত, সন্দেহ নাই”। “এ অমূলক গ্রন্থ-
গুলিন আদ্যন্ত কেবল প্রকম্পনাপূর্ণ, সুতরাং কোন বিশেষ
মতপ্রতিপাদক নহে।” “যাঁহারা বুড়ুৎসা সহকারে
এবং অপকৃপাতী হৃদয়ে তাঁহার দর্শন খানি একবার
আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত
আছেন যে কোম্‌ত কতই আপনার প্রভুত্বসংস্থাপন
লোভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন ও আমাদিগের লক্ষনি-
চয়ের সাধারণ্যসংস্থাপন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার অন্তঃক-
রে। দিন দিন কি ভয়ঙ্কর বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল (ম.মিল
যথার্থ টিপ্পনী করিয়াছেন যে, তদ্রূপ একবর্গতাপাদন
বা এক প্রণালীতে পরিণত করা আবশ্যিক, কি না,
তদ্বিষয়ে কোন মীমাংসাই করেন নাই), এবং প্রেমেরগত বা
প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরপেক্ষ আনুগতিক সিদ্ধান্তের প্রতি
তাঁহার কিদৃশ বিপর্যয় ঔৎসুক্য ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল।”
“তাঁহার আক্সনিষ্ঠা ক্রমশঃ এতাদৃশ ঘোরতর পরিবর্তিত
হইয়াছিল যে পরিণামে আপনার মত বা সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয়
বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস বদ্ধমূল
হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং, অপর কেহ তদ্বিরোধোক্তি করিলে,
তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তিনি তৎক্ষণাৎ
তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। তিনি আপনি যাহা

মীমাংসা করিতেন তাহাতেই তাঁহার ধ্রুবজ্ঞান হইত।
 এবম্বিধ আত্মাভিমান উত্তরোত্তর তাঁহার পক্ষে নিতান্ত
 অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের উপর তাঁহার আপন
 আধিপত্য সংস্থাপন লোভের দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না।
 যাহা তাঁহার নিজের বিবেচনায় যথার্থ বোধ হইত,
 তাহাই তিনি প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিতেন,
 এবং স্বীয় কল্পনাই তৎসম্বন্ধে অতর্কিতচর প্রমাণ বা
 প্রতিভূ বলিয়া অবধারিত করিয়া অবশেষে অশেষ দোষের
 দোষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন নির্জনে উপ-
 বিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে বিশ্বরাজ্যের কৌশল চিন্তা করি-
 তেন, এবং স্বীয় কল্পনাজনিত সুদূরপর্যায়ত অনুমানতত্ত্ব
 সমূহের অলৌকিক ও অশ্রুতপূর্ব্ব শোভাসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে
 বিমোহিত হইয়া তৎসমুদায় অসঙ্গত বলি দূরে থাকুক এক-
 বার সন্দিক্ত মনে অনুধাবন করাও তাঁহার পক্ষে বিষম দুরূহ
 ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিভাসম্পন্নজনগণ সুলভ
 আনুমিতক, সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিবার ব্যগ্রতা নিবন্ধন
 তিনি অভিনব তত্ত্বানুসন্ধানেই অনবরত অতিনিবিষ্ট থাকি-
 তেন, সুতরাং, আণিকৃত বা উদ্ভাবিত বিষয়ের দোষাদোষ
 পর্যালোচনায় স্রবোণ পাইতেন না। অধিকন্তু, ধর্ম্মবাজন-
 স্পৃহা ঘোরতর বলবতী হইয়া যথার্থ ন্যায়ানুরাগী ও দৃঢ়-
 বাদী ব্যবস্থাপককে একেবারে স্পর্জায়ুক্ত এবং প্রভুত্ব-
 বিলাসী পোপের পদে শীঘ্রই অতিষেক করিয়াছিল। ”
 এহলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে তিনি প্রমাণানুগত-

ধর্ম ;—অর্থাৎ, বিজ্ঞান-দর্শনের শেবার্জের প্রতি কখন মনোযোগ করেন নাই।

ফেব্রুয়ারি নামক এক খানি সাময়িক পুস্তিকায় কোম্‌তের তৎকালিক মতভেদ বিষয়ক একটি চমৎকার রূপক প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে সচরাচর দর্শন-শাস্ত্র লইয়াই আন্দোলিত হইয়া থাকে। অবসর অনুসারে ম. মিল্ প্রভৃতি কতিপয় অসামান্যবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মাগণ তৎসম্পাদন বিষয়ে প্রায়ই সহায়তা করিয়া থাকেন। কোম্‌ত ধ্রুববাদের কোণ্ট (দলপতি) সর্বতন্ত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রের সৈন্যদল সমতিব্যাহারে লইয়া আন্থ্রো-কিকীর রাজ্যে আক্সতত্ত্বের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রহবৈজ্ঞান্য-বশতঃ তাঁহার নীতিশাস্ত্র বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পরে, সহসা কোন কার্যাদোষে তাঁহার পুরোপার্জিত অসীম যশোরাশি এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রোপরি লব্ধাধিপত্য বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কোন বিশেষ হেতু প্রদর্শন না করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আপন পূর্বতন মতের অন্যথাচরণ করাতেই অকস্মাৎ তাঁহার এতদূর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। আন্থ্রো-কিকীর এবং তাহার রাজ্যে আক্সতত্ত্বের প্রতি তিনি সতত যে প্রকার বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ সমস্ত রাজপরিবারবর্গের নিতান্ত ঘণা ও সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাহারাও তাঁহার

নিকট তদতিরিক্ত প্রতিশোধ পাইবার আশঙ্কা করিত ; ফলতঃ, পুনর্বিষ্মত হইবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না । যখন তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণ লোক প্রমুখাৎ শুনিতে পাইল যে তিনি অস্বতন্ত্রের কোন স্বম্পবয়স্কা দুহিতাকে লইয়া প্রস্থান করত সংগোপনে তাহার সহিত আপন উদ্ধাহকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অতি নীচ প্রবন্ধক জ্ঞানে তাহাদের অন্তঃকরণে কতই ভয়, কতই বিস্ময় এবং কতই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল ! আক্ষেপের বিষয় এই যে উক্ত জনবাদ দ্বারা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, এবং তজ্জন্য উক্ত সর্ব্বতন্ত্রবাদী মাত্রই তাঁহাকে তদবধি অনবরত দ্বিষ্কার ও নিন্দাবাদ করিতে লাগিল । উক্ত শাঠ্যকাপট্যের জন্য তিনি এই ভয়ানক প্রতিকূল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে নিতান্ত অন্তরঙ্গদিগেরও সহিত তাঁহার ঐক্যমত্যাচ্যুত হইয়া যায়, এবং উহাদিগের মধ্যে কেহ উক্ত আচরণের প্রতিকারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তিনি (কোম্ভ) ঐ সময়ে অবশ্যই বায়ুশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া, সাব্যস্ত করিয়াছেন । যাহা হউক, উক্ত রমণীর সহিত যে তাঁহার পরিণয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তদ্বিবয়ে আর অনুমাত্র সংশয় নাই । ঐ ভাষ্যার গর্ভে তাঁহার একটি কন্যা জন্মে । ঐ কন্যাটি স্বভাবতঃ সাতিশয় কন্যা ও কোমলাঙ্গী ছিল । পিতামাতার নানানুধাতিক ধ্রুবধর্ম্ম (সঙ্কর্ম্ম) নামে জন-সমাজে পরিচিতা হইল । এই অবধি ধ্রুববাদপতির

দ্রুতিসন্ধির ও অসহ্যবহারের শেষ হয় নাই ; জন্মাবচ্ছিন্ন নিষ্কির্বাদে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাধারণ অধিকারে বাগ করিয়া, ঐ অশুভ দূর্লক্ষণাক্রান্ত বিবাহের অব্যবহিত-কাল পরেই তিনি শেষ দশায় আত্মীক্ষিকীর রাজ্যে গমন করিলেন এবং তথায় কিয়দ্বিঘণ অবস্থিতি করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন ।”

কোম্ব্তের পূর্বতন মত হইতে ইদানিস্থান মতের এতাদৃশিক প্রভেদ যে তাঁহার সর্বপ্রধান প্রকাশ্য অনুসারী ম. লিতর্, তিনি (কোম্ব্ত) বারাস্তর ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তদবস্থায় শেষ কয়েক খানি গ্রন্থ বিরচিত হওয়ায় তাঁহার পূর্বতন মতের সহিত অধুনাতন মতের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে বলিয়া, সপ্রমাণ করিতে বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন । ম. লিতর্ এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ও সর্ববিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি ছিলেন । তিনি আপনিই আপনাকে কোম্ব্তের শিষ্য বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতেন । কোম্ব্তের প্রকাশ্য অনুসারিদিগের মধ্যে তিনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । তিনি কোম্ব্তকৃত দর্শন-শাস্ত্র খানি স্থানে স্থানে দৃব্য ও যুক্তিবহির্ভূত জানিয়াও এক প্রকার অনুমোদন করিতেন, এবং কেবল উহাতেই কোম্ব্তের নিকট উপদিষ্ট ছিলেন ; তদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থই মান্য করিতেন না ।

কোম্ব্তের উল্লিখিত মতভেদ বিষয়ে ম. লিতর্

নির্দেশ করিয়াছিলেন তত্পলক্ষে ম. লিউইস্ যে কিরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য অনেকে কৌতুহলাক্রান্ত হইতে পারেন। তাঁহার আপত্তি ত্রিবিধ ; ১ম,—কোম্ভেত দ্বিতীয় বার যে প্রকার বায়ুপ্রস্ফুট হইয়াছিলেন তদপেক্ষা তাঁহার প্রথম বারের আক্রমণ কঠিন এবং বহুদিনস্থায়ী ছিল। যখন তাঁহার প্রথম গ্রন্থ খানি ঐ ভয়ানক ক্ষিপ্তাবস্থায় সম্পাদিত হইয়াও দোষাবহ হয় নাই, তখন অপেক্ষাকৃত স্বল্পদিনস্থায়ী সামান্য আক্রমণ বশতঃ তাঁহার পরিশিষ্ট গ্রন্থ খানি ভ্রমাত্মক হইয়াছে বলা, কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ২য়,—লিভের্ কোম্ভেতের দ্বিতীয় গ্রন্থে যে সকল দোষ বা অলীক প্রসঙ্গ উপলব্ধি করিয়াছেন, তৎসমুদায় হইতে, তিনি বারান্তর ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, এই হেতুবাদে তাঁহাকে কোন মতেই রক্ষা করা যাইতে পারেনা ; কারণ, যঁাহারা তাঁহার প্রথম গ্রন্থ খানি ভ্রান্তিসম্বল বলিয়া উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেন তাঁহারাও, যে যে স্থল তাঁহাদিগকে, দুষ্ট ও ভ্রমাত্মক বোধ হয়, তৎসমুদায় লিভেরের ন্যায় অকাতরে প্রমাণ বলিলেও কোন ক্রমেই অর্যোক্তিক বা অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, কোম্ভেতের শিষ্য বলিয়া তদীয় প্রথম গ্রন্থ খানির (দর্শনশাস্ত্রের) মধ্যে এইরূপ অলীক ও ভ্রান্তিমূলক তত্ত্বের বা উদ্ভ্রান্তপ্রমাণবৎ প্রসঙ্গের সূত্রপাৎ স্পষ্টাক্ষরে দেখিয়াও ম. লিভেরের ক্ষমা

বা সংগোপন করা কখনই মুক্তিযুক্ত হয় নাই। “পরিশেষে আমি যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে কোম্ভের দর্শনমধ্যে যেপ্রকার প্রগাঢ় তত্ত্বনৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ;—অর্থাৎ, যে রূপ অশ্রুতপূর্ব পরিশ্রম, অপ্রতিহত পর্যালোচনা ও গভীর গবেষণা সহকারে তিনি অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এই সুদূরপরাহত তত্ত্ব সমুদায় এক শৃঙ্খলাবদ্ধ (সামান্যতাপাদন) করিবার জন্য যে রূপ অসীম ধীসজ্জির ও অলোকসম্পন্ন গুণপনার প্রমাণ দর্শাইয়াছেন যে সমস্ত সন্দর্শনে এই গ্রন্থখানির প্রতি তাঁহার (লিভেরের)এত প্রগাঢ় ভক্তি,কোম্ভের পরিশিষ্ট গ্রন্থেও তদ্রূপ অসাধারণ বিদ্যা,বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানচাতুর্যের সবিশেষ পরিচয় অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; সুতরাং,অকারণে তাঁহার নীতি-শাস্ত্র উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা লিভের সদৃশ ব্যক্তির কোন মতেই উচিত নহে।”

ম. লিউইস্ ম. লিভেরের প্রসঙ্গের প্রত্যুত্তর হলে যে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার গূঢ়ার্থ এই যে, কোম্ভের ‘সমাজশাস্ত্র’ এবং ‘প্রয়োত্তরিকা’ এই দুই খানি গ্রন্থ কিপ্রাথমিক বিবচিত হইয়াছে বলিয়া, ত্রুটিমুক্ত ও প্রলাপপূর্ণ বলিলে তাঁহার দর্শন খানিকে তাড়ন দোষ হইতে কোন মতেই রক্ষা করা যাইতে পারে না ; যে হেতু তদ্রূপ কালে তিনি বরং আর অধিকতর উন্নত হইয়াছিলেন।

যিনি কোমুতকে একবার সৰ্ববিদ্যা বিশারদ এবং অভূত-
 পূৰ্ব প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া, যৎপরোনাস্তি সাধুবাদ করি-
 য়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে একবার আধুনিক পণ্ডিতত্বদামণি
 ও অদ্বিতীয় দার্শনিক বিবেচনায় ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রদান
 করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতকে বেকনের
 মতাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভকর বলিয়া, অপম্য প্ত
 গ্লাঘা করিয়াছিলেন, স্থানান্তরে তিনিই আবার তাঁহাকে
 অতীব জঘন্য ও কদর্য্য লোক বলিয়া অবলীলাক্রমে ব্যক্ত
 করিয়াছেন, ও যে গ্রন্থকে তিনি একবার কোমুতের
 কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া, অসীম প্রশংসা করিয়াছিলেন,
 সেই গ্রন্থকেই পুনরায় কোমুতের অরুদ্ধদ শত্রু
 অপেক্ষায় ঘোরতর যশোনাশক ও মতহস্তা বলিয়া,
 তিনিই অশেষ বিধ দোষারোপ করিতে ক্রটি করেন
 নাই। যিনি এক সময়ে তাঁহার (কোমুতের) দর্শনশাস্ত্রের
 পূৰ্ব্বতন অনুসন্ধানপ্রণালী পরিবর্তিত হওয়া সাতিনয়
 আবশ্যক ও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তিনিই
 আবার নিরুদ্বেগে কহিয়াছেন যে, ঐ রীত্যন্তর হওয়া-
 তেই তাঁহার অনুসারী ও এক্যমত্যা ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে
 পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যখন
 বৰ্ত্তমান শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠতর বেকন্ পৃথিবীর পক্ষ
 সম্ভ্রান্ত ও উন্নততর জাতিকে আপনার অনৈক্য,
 বিরোধবিশিষ্ট এবং আন্তিপ্রবর্তক নীতি ও ধৰ্ম্ম বিষয়ক
 উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আমি

অবশ্য কহিতেছি যে, যদি তিনি বেকন্ই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্য সাঁপভ্রষ্ট বেকন্ বলিতে হইবে,—যিনি বিধাতার বিপাকে পড়িয়া এতাদৃশ ভয়ঙ্কর দুঃখযন্ত্রণায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন—মনুষ্যকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়েই জগদীশ্বর এ প্রকার বিড়ম্বনা করিয়া থাকেন।

কোম্বুতের দর্শনে উচ্ছৃঙ্খলতার কোন লক্ষণই নাই। মানবজাতিকে ধর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কথিত আছে যে স্পিনোজা নিরতিশয় ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, এমন কি, তাঁহাকে প্রকৃত ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত বলিলেও বলা যায়; কোম্বুত তদ্রূপ নীত্যানুরাগী ছিলেন, কিন্তু ধ্রুববাদের ঔৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করাই তাঁহার নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এবং, বোধ হয়, সর্ব-মঙ্গলালয় অখিলব্রহ্মাণ্ডের নীতিনির্দেষ্ঠ। পরম কারুণিক পরমেশ্বরবিবর্জিত নিত্যানুরাগের অতিশয়্যই তাঁহার উন্মত্ততার এক মাত্র কারণ।

তিনি স্বীয় দর্শন প্রণয়ন ও প্রচার বিষয়ে কখন কণকালের জন্য আলস্য বা উদাস্য প্রকাশ করেন নাই; এমন কি, তাঁহাকে কখন কোন ক্রীড়া বা আমোদার্থে সময়ক্ষেপ করিতে দেখা বাইত না। যখন নিদারুণ গৃহ-নিগ্রহে নিপিড়ীত অথবা সহকারী ও আত্মীয়বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত বিবাদবিসম্বাদে একান্ত বিব্রত হইতেন, এবং যখন সংসারধর্মশুলভ দৈনন্দিন দারুণ

দৃষ্টিভঙ্গিতে মর্মান্বিতভাবে শোণিত লব্ধ প্রায় হইত, তখন উহাই তাঁহার প্রধান আশ্রয়-স্থল ও এক মাত্র চিন্তা-বিনোদনোপায় ছিল। আপন মত বা ব্যবহার প্রতি তাঁহার এতদৃশ তরুণ অমুরাগ জন্মিয়াছিল যে, তিনি নির্দোষ করিয়া কেবল তৎপ্রতিপোষক গ্রন্থই আলোচনা করিতেন ; সুতরাং, প্রায় অন্য কোন গ্রন্থেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এখানে কোম্বলের স্বরচিত বিবরণ পাঠ করা আবশ্যিক ; কিন্তু স্থানান্তর প্রযুক্ত উহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

কথিত হইয়াছে যে ১৮৪২ খৃঃ অব্দাবধি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আপনার ইদানীন্তন গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে ম. লিউইসের আর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। আমাদিগের পর্য্যালোচিত বা প্রসঙ্গাধীন কালের প্রারম্ভে ম. এরাগো নামক জনৈক সহকারি অধ্যাপকের সহিত কলহ করায় কোম্ব পলিটেকনিক্ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদ হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি পুনর্বার গণিতবিদ্যার উপাচার্যের বৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু তদ্বারা আশাশ্রয়ান নির্ভাষ হয়, একরূপ উপার্জন না হওয়াতে কিয়দিবস তাঁহাকে দুঃসহ দারিদ্র্যদুঃখে দিনপাত করিতে হইয়াছিল ; বলিতেছি, তাঁহার অবস্থার ব্যবস্থা ছিল না। “মিল্লুগাহের দয়ায়” হইয়া তাঁহার আত্ম কুল্য হেতু কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে

সবিশেষ নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করেন। তাঁহার আশ্রয়ে ও অনুরোধে ম. প্রোট. ম. রেকর্ডকারি ও মর্. ডব্লিউ মলোগোয়ার্থ নামক ইংলণ্ড নিবাসী তিন জন সম্পন্ন ব্যক্তি কোর্টকে অর্থদ্বারা সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে এক বৎসরের নিষিদ্ধ উক্ত বিদ্যালয়ের বেতনা-
 কুসারে সফায়তা করিতে এই অভিপ্রায়ে স্বীকার
 করিয়াছিলেন যে, তিনি, হয় এই সময়ের মধ্যে তথ্য
 পুনরভিসিক্ত হইবেন, নচেৎ উপায়ান্তর অবলম্বন
 করিয়া আপন ভরণপোষণকার্য আপনাই নির্বাহ
 করিবেন। বৎসর অতীত হইল, কিন্তু তদ্যে অধ্যক্ষেরা
 তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার পূর্বতন পদে বৃত্ত করিল না।
 প্রথমতঃ তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি স্থির
 জানিতেন যে তাঁহার অভিবাদক ও অমুসারিগণ ভদীয়
 ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবে, এবং কোন ক্রমেই এরূপ
 অবশ্যকর্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না।
 কোর্টের ন্যে পাপিতগণকে অর্থদ্বারা সাহায্য করা বন্যা
 ব্যক্তিরের সর্বতোভাবে উচিত; কারণ তাঁহাদিগকে
 যদিও নিয়মহীন উদ্বিগ্নতা ব্যতিব্যস্ত না হইতে
 হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সতত অনন্যকর্ম ও অনন্য-
 মনা হইয়া ক্রমশঃ যেরূপে কিছু অনির্বচনীয় উন্নতি
 ও উৎকর্ষ লাভিতে পারেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।
 সে বাহ্য হউক, ইংলণ্ডে কেহই তাঁহাকে শুশ্রূষালব্ধ
 হুতি দানে প্রবৃত্ত করেন নাই। ম. প্রোট. অসীকৃত

অর্থের অভিরিক্ত দুইশত পঞ্চাশ টাকা প্রদান পূর্বক বারাসতর সাহায্য অস্বীকার করেন। কোম্বুত সহসা একপ বাঁজা গ্রহণ করিয়া সাতিশর কুপ ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্যয়কৃত হইয়া তাঁহার বৃত্তি বিলুপ্ত করার তৎপ্রতি যেন কোন দারুণ দুর্ভাগ্যবিত্তি বা চক্রান্ত চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে, এই ভাবে তাঁহাকে সর্বসমক্ষে ঐ সদাশয় বদান্যব্যক্তিরকে ঘেঁষ ও অহুয়া করিতে আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। বড় দূর ব্যাখ্যা করা যত্নব আমি তাঁহার বহুবর্ণের অভিপ্রায় আপন বুঝানুমানানুসারে ব্যক্ত করিলাম ও তাঁহাদিগের উদাস্যের অতিকারণ দর্শাইবার জন্য যথোচিত যত্ন করিলাম এবং সাধা-মতে তাঁহাকে প্রবোধ দিতেও ক্রটি করি নাই; কিন্তু তিনি নিতান্ত রাগান্বিত হইয়া আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবসীলাক্রমে তাঁহাদিগকে অপরাধে কটুকটাক বলিতে লাগিলেন। অতুল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া যাহারা বহনজনহেতুকৃত তত্ত্ব-পরিচয় বিদ্যাবান ব্যক্তির সহায়তা না করে তাহাদের পালের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই কুসংস্কার তাঁহার অন্তঃকরণে এতদূশ বহুস্থল হইয়া উঠিয়াছিল যে, আকিকিহুতেই তাহা নিরাকরণ করিতে পারিলাম না। ”

“কেবল যে মৌখিক অনুসারিদিগকে মানি ও তৎসম্মান ভয় প্রদর্শন করত বীর উপলোভিকা বাচক্য করিতেন, এমন নহে, কখনকখন বিরুদ্ধবতাবলি লোককেও আপনায় প্রশংসা করিতে অনিলে প্রকৃত সহায় বলিয়া নির্ভরিত

করিতেন। আমেরিকা নিবাসি কোন এক জন মেথডিস্টকে (খৃষ্টীয় সম্প্রদায় বিশেষ) প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁহার দর্শন স্থান সমালোচনা করিতে দেখিয়া তিনি নিরুদ্বেগে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি এরূপ অসঙ্গত যাচঞায় সামান্যতঃ কোন মনযোগই করেন নাই। কোম্‌ত আপন “সমাজ শাস্ত্রের” দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় তদ্বিষয় এরূপ অকপটভাবে লিখিয়াছেন যে তাহা এক প্রকার নিন্দনীয় বলিতে হইবে।”

ইতি পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, তিনি আপন মত-প্রতিপোষক গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থই অনুশীলন করিতেন না; কলতঃ অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্নও ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ সমস্তই নিতান্ত ভ্রমাত্মক; কারণ তিনি যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে তিনি সৰ্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এবং যে সকল আবিষ্কার আপন গবেষণাসমুদ্ভূত বলিয়া, অপরিপাক্ষিত স্বাধী করিতেন তৎসমুদায় আবিষ্কারই নহে। একথা আমাদিগের স্বকপোলকল্পিত বিবেচনা করিবেন না। কোম্‌ত যে যে বিষয় আপনার আবিষ্কার বলিয়া সদর্পে নিরতিশয় আশ্চর্য করিতেন সব্‌ জন্ হর্শেল তত্ত্বাবৎ অলীক ও প্রাগজ্যপূৰ্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ডাক্তর হিউএল্ বলেন যে “জ্যোতিষ্ ভিন্ন বর্তমান দৃষ্টিবিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে তিনি যে প্রকার কথাকোশলে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিতান্ত হীন ও দাস্তিক

প্রচারকের চাতুরী যাত্রা ;—সামান্য সামান্য বাক্যবিন্যাস করত সেই সকলকে জ্ঞানগর্ভ বচন বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দেওয়াই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।” তিনি জ্ঞানান্তরে কহিয়াছেন যে “আমি বোধ করি কোম্‌ত সকল শাস্ত্রেই যৎসামান্য স্কুলদর্শী ছিলেন, কোন বিষয়েই গভীর জ্ঞান বা পারদর্শীতা লাভ করিতে পারেন নাই; বরং শাস্ত্র বিশেষে তাঁহার যৎকুৎসিত অপ্রকৃত বোধ ছিল।” কোম্‌ত অর্থব্যবহারশাস্ত্রকে “সমাজশাস্ত্র” বলিয়া সংজ্ঞা করিয়াছেন এবং উহাই স্বীয় কীর্তির সোপান জ্ঞানে নিয়ত অপরিমিত প্রাধিকার করিতেন। “সমাজশাস্ত্র” দ্রব-বাদানুবর্তী করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে পটঙ্গশাবধি বলবতী ছিল, এমন কি, উহাই তাঁহার সমস্ত দর্শনচর্চার উদ্দেশ্যী শক্তি বলিলেও বলা যায়। কিন্তু এই প্রিয়শাস্ত্রে যে তাঁহার কিদূশ জ্ঞান ছিল তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ম.মিলের কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল ;—“যিনি অর্থব্যবহারশাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থ সমস্ত অভিনিবেশ পূর্বক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার কোম্‌তকৃত এই কয়েক পৃষ্ঠা প্রতিবাদ আনুপূর্বক পাঠ করা কর্তব্য; কারণ তাহা হইলে তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে কোম্‌ত সময়ে সময়ে কতদূর স্বীয় স্বপ্ন জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি (কোম্‌ত) বলেন যে এডাম্‌ স্মিথের আদিম অধিদৃষ্টি অপেক্ষা এই সকল গ্রন্থে কোন মূতন ব্যাপার লক্ষিত

হয় না যাহাতে ঐ শাস্ত্রের পর পর উন্নতি হইতেছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যথার্থ নিরপেক্ষ চিত্তে তৎ-সমুদায় আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, উক্ত গ্রন্থ সকলের মধ্যে এতাদিক অভিনবোদ্ভাবিত তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে যে অর্থব্যবহারশাস্ত্র একবারেই পরিবর্তিত ও নবীকৃত হইয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয়না।” মিস্ মাটি নিয়োও, যিনি কোম্‌তকে ইদানীন্তন অদ্বিতীয় দার্শনিক বলিয়া, যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাকে সৰ্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ দেখিয়া নিতান্ত ক্রান্ত হইতে পারেন নাই। তিনি কোম্‌তের জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলি, যাহা হিউএল্‌ প্রশংসা করিয়াছেন, “নিতান্ত অসম্পূর্ণ,” এবং তাঁহার পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সন্দর্ভ গুলিন “তাঁহার রচনামধ্যে সৰ্বনিকৃষ্ট,” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কোম্‌ত কি হিন্দুদিগের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন নতুবা তাঁহার পণ্ডিত-তালিকায় আধ্যাত্মলোভব কোন মহানুভবের নাম লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কেন? কেহ এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু বা জিজ্ঞাসু হইলে আমরা এই প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ যে, তিনি অবশ্যই ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। এতৎপ্রমাণার্থে আমরা এস্থলে একটি উদাহরণ দিতেছি; যথা,—বিবাহিতা নারী বা কৃতদার ব্যক্তি, অন্য কোন কারণ দূরে থাকুক, স্বামীর বা

পত্নীর জীবনান্তেও অপর পুরুষকে পুনরায় পতিত্বে বরণ, বা দ্বিতীয় সহধর্মিণী গ্রহণ, করিতে পারিবেক না, এই নিয়মটি তাঁহার মতে তদীয় প্রতিভাপ্রসূত। ইহা ধ্রুব-বাদে প্রথম উদ্ভাবিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, গৌর-বাকাঙ্ক্ষা করা যে নিতান্ত দূরাশা মাত্র তাহা সকল হিন্দুধর্মজ্ঞ লোকেই মুক্তকণ্ঠে অঙ্গীকার করিবেন। তিনি আর বলেন যে “এপর্যন্ত কোন ধর্মই এতাদৃশ বিস্তৃত বা উন্নত হয় নাই যে এই প্রণালী অবলম্বনে সন্যাক্ সমর্থ।” “ধ্রুবাদিগণ যাহাকে পরিণয়ের নিয়ুত তাৎপর্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উক্ত বিধি তাহা হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে।” একবিবাহ এবং জীবনান্তে নবদিবসো স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পুনর্মিলন পূর্বতন কোন ধর্মেই বিধিবদ্ধ ছিল না; কিন্তু বস্তুতঃ তদুভয় ব্যতীত স্ত্রীপুরুষ অভিন্নহৃদয় হইবার সম্ভাবনা নাই, সুত-রাং পতিব্রতাও রক্ষা হওয়া মুকঠিন। এহলে এই অতি-নব দর্শন প্রাচীন অজ্ঞানভিমিরাবৃত মূঢ়জন বা কুসং-স্কারাবিষ্ট নীচ নিম্নুককে এই কথায় নিরুদ্ধর ও নিরস্ত করিতে পারে যে, মনুষ্যের চিত্তৌৎকর্ষের সহিত উন্নতি-জনিত নবনব নীতিরও উদ্ভাবন হইয়া থাকে।” তিনি যে কেবল অনভিজ্ঞতা বশতঃ অসীম নহিমান্বিত হিন্দুবংশ-গণের নাম স্বীয় পণ্ডিত-তালিকায় উল্লেখ করেন নাই, এ-মন নহে, বরং তাঁহাদিগকে স্বভাববাদী বা ব্রহ্মবাদী বলিয়া অতীব হেয় জ্ঞানেই তন্মধ্যে স্থান দান করেন নাই, ইহাই

সম্ভব । সঙ্করাচার্য্য,কপিল,কনাদাদি যাবতীয় জগদ্বিখ্যাত হিন্দুকুলোদ্ভব মহাপুরুষেরা প্রকারান্তরে সকল পদার্থেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাতা আছে বলিয়া, কল্পনা করিতেন, এই অনুমানে তিনি এতদূশ অসামান্যবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন আৰ্য্যকুলমুখোজ্জ্বলক মহানুভবদিগকে নিতান্ত উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়াছেন, যাঁহাদিগের অলোকসামান্য প্রতিভা-জ্যোতিতে অদ্যাবধি ভূমণ্ডলের সমস্ত সত্যজাতির ধীশক্তি প্রতিফলিত হইতেছে, যাঁহাদিগের যশোরবি সমুজ্জ্বল প্রভাপুঞ্জে অতি প্রাচীনকালাবধি নিরবকাশে সত্যকেন্দ্রে অভ্যাদিত রহিয়াছে এবং অনন্ত কর বিস্তার করিয়া স্রমেরূপ হইতে কুন্মেরূপ পর্য্যন্ত স্বতঃসিদ্ধ আৰ্য্যজাতির অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছে, যাঁহাদিগের দিগন্তব্যাপী গৌরবসৌরভে নিখিল ভুবন চিরন্তন একাদিক্রমে আমোদিত রহিয়াছে, এবং, অধিক কি বলিব, যাঁহারা আদৌ বিদ্যাবুদ্ধি,দয়াদাক্ষিণ্য,ধর্মকর্ম,সত্যতত্ত্ব, প্রভৃতি অনন্ত আশ্রমের দ্বার উন্মোচন করত মনুষ্যের মনুষ্যত্বই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—যখন প্রায় সমস্ত অশুভ ভুখণ্ড ঘোর-অজ্ঞানতিমিরাবৃত কালগর্ভে একান্ত অভিভূত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল,যখন পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তু সদৃশ বিশালললাট আশ্রয়বিশ্মৃত মনুষ্য বনে বনচর হইয়া অকিম্বৎকর দেহ ভার লইয়া বিব্রত, এবং যখন ইদানীন্তন অসংখ্যজনাকীর্ণ মহাসমুদ্রশালি-অমরাবতী সকল, হয়ত অগাধ উত্তালতরঙ্গ সমুদ্রের

গভীর গহ্বরমধ্যে অন্তর্হিত, অথবা ঘোরঘনঘটা সদৃশ
নিবিড় অরণ্যচ্ছন্ন হইয়া মনুষ্য ও ইতর হিংস্র পশুর সাধা-
রণ অধিকারে পরিগণিত এবং অনাগত কালকন্দরে
অবসন্ন প্রায় প্রোথিত ছিল। অদ্যাবধি যাঁহাদিগের
অমোঘ কীর্ত্তিমন্দিরে বিচরণ করিয়া বিদ্যোৎসাহী
মহামতিগণ অনবরত অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ
করিতেছেন এবং যাঁহাদিগের পবিত্র পদাঙ্ক অনুগমন
করিয়া নব নব বিষয় আবিষ্কার করত পৃথিবীর সমাক-
সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। কোম্বতের মতে
বালক, মূর্থ ও অসভ্যজাতিরাই উক্ত ধর্ম অনুমোদন
করে; ইহাতে যে তিনি হিন্দুশাস্ত্রকারদিগকে নিতান্ত
উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদ্যপি কোম্বতের গ্রন্থ
সমুদায়ই প্রমাদ ও অপলাপে পরিপূর্ণ তবে তিনি
কি প্রকারে কতিপয় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় প্রধান প্রধান
পণ্ডিতের নিকট ভূয়সী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ
করিয়াছিলেন? তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে যে প্রকৃত
প্রলাপবাক্যবৎ প্রসঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়, একথা নিতান্ত
অমূলক নহে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রথর বুদ্ধির
ও মহীয়সী কম্পনাশক্তির কিঞ্চিৎশ্রুতিও ন্যূনতা বা
হাস হয় নাই। মাদকসেবিত ব্যক্তির, হিতাহিত জ্ঞান-
না থাকিলেও, দুটবুদ্ধির ও অনূলক কম্পনার যেরূপ বৃদ্ধি
হইয়া থাকে, তাঁহারও অবিকল তদ্রূপাবস্থা ঘটিয়াছিল।

অধিকন্তু, তিনি স্বভাবতঃ অনুগানচতুর ও লোকরঞ্জক ছিলেন, এমন কি, কেহ তাঁহার নগ্নকৃষ্ণ হইলে তিনি কৌশলক্রমে তাহার সহিত একরূপ কপোপকথন করিতেন যে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বশবর্ত্তী বা অনুগত হইয়া যাইত। তাঁহার যতগুলিন বিখ্যাত অনুসারী দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই এক কালে তাঁহার প্রিয় স্বহৃদমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ম. লিতরু বলেন যে তিনি এক সময়ে কোম্ব্তেরমতে ঐতদূর নীত হইয়াছিলেন যে পরে তাঁহার স্থির বিবেচনায় তত দূর অনুমোদন করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কোম্ব্তের ইংলণ্ড নিবাসি অনুসারিদিগেরও এককালীন তদবস্থা ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বতন গ্রন্থের সহিত অধুনাতন গ্রন্থ সমুদায়ের তুলনা করিলেই ইহা ন্যূন প্রতীয়মান হইবে। ম. লিউ-ইস্ ও ম. মিল্ ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। এক্ষণে প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীস্থ পণ্ডিতগণ তাঁহার ভ্রমজাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন ; কেবল অপেক্ষাকৃত স্বল্পবুদ্ধি-জীবী দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ পণ্ডিতেরাই অদ্যাবধি তাঁহার মতের বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত প্রামাণিক বলিয়া অনুমোদন করেন ও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি করিয়া থাকেন—যাহা কোম্ব্ত স্বীয় ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া সকলের নিকট প্রত্যাশা করিতেন। যে কোন অবস্থার লোকই ইউক না কেন, তাঁহার মতাবলম্বী হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ

তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেন ও কাহাকেও স্বীয় মতের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিতে দেখিলে, তাহাকে অমনি নিরতিশয় নির্ভর্য্য সহকারে আপনার সমস্ত ভ্রমপ্রমাদাদি অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিতেন।

“ যিনি তাঁহার মত ও ব্যবস্থা অনার্য্য বলিয়া অমান্য করিতেন, তিনি তাহাকে মূর্থ, কুসংস্কারাবিষ্ট হীনমতি পামণ্ড, অত্মান্তরি মৎসর, কিম্বা মৰ্ম্মান্তিক শত্রু বলিয়া, অবদারিত করিতেন। কেহ যদ্যপি কখন এক দিনের জন্যও তাঁহার কোন না কোন মতের বর্ণনামাত্রও মান্য করিতেন, তাঁহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ কৃতদাস বা নিজ সম্পত্তি ভাদিতে লাগিলেন; সুতরাং, লোকতঃ ধৰ্ম্মতঃ চিরদিনের জন্য সেই তদীয় গুরুর ভরণপোষণে এবং সেবাশুশ্রূষায় বাধ্য; কিন্তু যদ্যপি কখন তাহাকে ঐ অবশ্যকর্তব্যানুষ্ঠানে বিমুখ দেখিতেন, তাহা হইলে, অমনি তৎক্ষণাৎ বিধৰ্ম্মী, বিদ্রোহী বলিয়া তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন, এবং এক মুহূর্ত্ত পূর্বে তাহার সহিত যে রূপ আন্তরিক সম্প্রীতি ও সম্ভাব ছিল তাহা তৎক্ষণাৎ একবারেই মৰ্ম্মান্তিক আক্রোশে পথ্যবসিত হইয়া যাইত। ”—গিজো

মিল্, গ্রোন্ট, লিউইস্, লিভর্, প্রভৃতি কয়েক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা পরিশেষে তাঁহার অধিকাংশ মত পরিহারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই

তিনি পরিণামে তাঁহাদিগের সহিত কলহ করিয়াছিলেন । কন্‌গ্রিভ্‌, ব্রিজেন্স্‌ এবং রবিনেট্‌ প্রভৃতি কয়েক জন দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বিদ্যাবিৎ লোকেরাই কেবল তাঁহার ঐচ্ছিকালে পতিত হইয়া এখন পর্য্যন্ত তাঁহার অযথাভূত গ্রন্থ সমস্ত আদ্যোপান্ত মান্য করেন । বঙ্গদেশেও সম্প্রতি তাঁহার মত প্রাদুর্ভূত হইতেছে । এতদেশীয় যুবকদিগের চিন্তাক্ষেত্র হইতে তদুগত ভক্তি অপসৃত করাই আমার অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য ; কারণ তাঁহাদিগকে অনপনীয় ভ্রান্তিকুহকে ভ্রাম্যমান দেখিয়া কোন্‌ মৃহদয় লোক নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? কোমত যতই মহিমান্বিত হউন না কেন, আমি হিউএল্‌ ও সন্‌ উইলয়ম্‌ হেমিল্টনের কথাপ্রমাণ করিতেছি যে, তাঁহাকে বিহিত সম্মানাপেক্ষা শতগুণে অধিকতর গৌরব প্রদান করা হইয়াছে ; কিন্তু যদিও তিনি তাঁহার অভিবাদকদিগের অভিলষিত গৌরবের উপযুক্তই হইয়েন, তথাপি তিনি কখন যুবা অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের যথার্থ উপযুক্ত পথদর্শক হইবার যোগ্য পাত্র নহেন । তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ খানিও ভয়ঙ্কর দোষাবহ ও ভ্রান্তিসঙ্কুল যে সকল ভ্রম ও দোষ উন্মত্ত ও অসাধু জীবনের ফল ।

তিনি আর যত দিন জীবিত থাকিতেন ততই তাঁহার দম্ভ ও ব্যাপকতা উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইত, এবং ততই স্বোস্তাবিত নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইত । স্বীয় মত ও ব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ ক্রমশঃ

এত ভয়ানক হইয়া উঠিত যে কেহ তদ্বিপরীত উক্তি করিলে তাঁহার নিতান্ত অসহ বোধ হইত । বিদ্যার্জন বিষয়ে সাধারণ নিয়ম নিরূপণ করিবার স্পর্দ্ধারও তাঁহার অবধি থাকিত না । আত্মনিষ্ঠা, আত্মশ্লাঘা, জিগীষা, কুতক-প্রিয়তা প্রভৃতি অন্যান্য জঘন্য প্রবৃত্তিও তাঁহার হৃদয়ে পর পর বলবতী হইতে থাকিত ; সুতরাং ভ্রম প্রমাদাদিরও দিন দিন ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি হইত, সন্দেহ নাই । কিন্তু এতদানু-বদ্বিক্ত তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অমানুষিক কল্পনাশক্তি উত্তরোত্তর প্রকাশ পাইত, এবং স্বীয় অনুমান-সিদ্ধ তত্ত্ব সমুদায় একশৃঙ্খলাধীন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিত,—অর্থাৎ, সামান্যতাপাদন বা একবর্গতাপাদনে তিনি সর্বিশেষ পটু হইয়া উঠিতেন । আপনার এবং কয়েক জন প্রিয়শিষ্যের বিবেচনায় তিনি বর্ত্তমান শতাব্দের অদ্বিতীয় দার্শনিক ও ব্যাবস্থাপক ছিলেন । তাঁহার মত ও ব্যাবস্থা আবহমানকালের জন্য অসীম গৌরব ও ভক্তি পরম্পরায় সমস্ত মানবসম্প্রদায় মুখোজ্জ্বল করিবেক । তিনি সর্বধর্ম্মোৎকৃষ্ট অমাত্র বিশ্বধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য ছিলেন যাহা মত, উপাচিকীর্দি এবং করুণা-প্রভাবে অচিরে সর্ব প্রচলিত ধর্ম্মকে মন্থলে উচ্ছেদ করত মহাসমারোহে ধরায় একাদিপাতা স্থাপন করিবেক । এস্থলে তাঁহার “ প্রমোত্তরিকার ” অনুক্রমণিকার প্রথম কয়েক পংক্তি অনুবাদ করত উদ্ধৃত করা হইল ;—“ অতীত ও অনাগতে গৌরবস্বর্দ্ধনার্থে

পরমসতের দাস ধ্রুববাগিন, কি দার্শনিক, কি ব্যবহারী, সকলেই পৃথিবীর সমস্ত কার্যাদ্যক্ষতাতার আপনাদিগের হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন,—বস্তুতঃ উহা তাঁহাদিগেরই যথার্থ প্রাপ্য। অতএব কি কায়িক, কি মানসিক, কি বাচিক, কি নিত্যনৈমিত্তিক, সংসারের সকল বিভাগেই তত্ত্বাবধান করা তাঁহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কলিতার্থ, ক্যাথলিক, প্রটেস্টেণ্ট, ডিইষ্ট, প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় উপাসক সম্প্রদায় নিতান্ত ভণ্ড এবং সমস্ত বাদবিতণ্ডা বা গোলযোগের মূল কারণ, সুতরাং রাজকার্য সম্পাদনে নিতান্ত অযোগ্য, এই হেতু অদ্যাবধি তাহারা সকলেই রাজকার্য সংক্রান্ত প্রধান পদবী হইতে দূরীকৃত হইল।”

আমাদিগের ধ্রুববাগিনদিগের বিনয় ও নম্রতা যে কত দূর, তাহা, বোধ হয়, এক্ষণে আপনাদিগের বিলক্ষণ অনুভূত হইল! যখন তাঁহাদের বর্তমান হীনাবস্থাতেই এতাদৃশ আশ্চর্য, তখন তাঁহারা যথার্থ রাজকার্যের কর্তৃত্ব লাভ করিলে ভিন্নমতাবলম্বিদিগের সহিত যে কি প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা বলা যায় না।

কোন অনুগত ছাত্র কোম্বুতের শৈবাবস্থার বিষয় এই রূপ বিবরণ করিয়াছেন;— “তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যাশে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন ও প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইলে রচনাকার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। দুই বার আহাৰাদি নির্দা-
হার্থে যে কয়েক দণ্ড আবশ্যক, তদ্ব্যতীত তিনি প্রায় সমস্ত

দিবসই উপাসনা, অনুধাবনা, অধ্যায়ন, অনুধ্যান এবং রচনা-কার্যে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। প্রতিদিন “খৃষ্টীয়ের অনুকরণের” একাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ ইটালীয় কবি দাঁতের কাব্যের এক পরিচ্ছেদ পাঠ করিতেন। জগন্মান্য হোমারের কাব্যও তিনি পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতেন। ব্যায়াসামর্থ প্রযুক্ত লঘুরূপক সন্দর্শনে গমন করিতে না পারায় কাব্যালোচনাই তাঁহার ইদানী অবকাশ-বিলাস হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং রবিবার অপরাহ্নে কয়েকদণ্ড তিনি তাঁহার দর্শনাভিলাষী আগন্তুক ব্যক্তিদিগের অত্যর্থনার্থে নিরূপিত করিয়াছিলেন। সামান্য সামান্য শিষ্যকারদিগের মধ্যে তাঁহার দিস্তর শিষ্য ছিল, এবং তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই বিশেষতঃ ঐরূপ সময় নির্দ্ধারিত ছিল। প্রতি বুধবার অপরাহ্নসময়ে তিনি ডিভোর্স সমাধিস্থান সন্দর্শনে গমন করিতেন। পুনরায় রাত্র দশ ঘটিকার সময় উপাসনাদি সমাপন করিয়া তিনি শয্যায় গমন করিতেন। উপাসনাকালে যে তিনি এক প্রকার কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্দেয় পদম রমণীয় বিশুদ্ধ আনন্দোপভোগ করিতেন তাহা অন্যের অনভূত হইবার নহে। তিনি অতি স্বপ্নাহারী ছিলেন, কখন তাঁহাকে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আহ্বান করিতে দেখা যায় নাই। প্রাতঃকালে কেবল দুগ্ধমাত্র পান এবং মধ্যাহ্নে যৎমান্য রূপ ভোজন করিয়া

তিনি জীবন ধারণ করিতেন। ভোজনান্তে (দেশীয় রীত্যনুসারে) কলাহারের পরিবর্তে একখণ্ড শুষ্ক রুটিকা লইয়া ধীরে ধীরে চর্ষন করিতেন এবং বারংবার তৎপ্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া যনে যনে এই চিন্তা করিতে থাকিতেন যে, হায়! কত শত দীনদরিদ্র লোক অহর্নিশি অনিশ্রান্ত ক্লেশ ও পরিশ্রম পরম্পরায় স্বীকার করিয়াও দিনান্তে এতদাহরণে অসমর্থ। ”

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর, ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কোম্ভ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার এমন কোন উন্নত শিষ্য ছিল না যে তদীয় পদাভিসিক্ত হইবার উপবৃত্ত। তিনি বর্তমান শতাব্দের মধ্যে বর্ষ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন যখন ধ্রুববাদীরা সমস্ত ঐহিক ও পারত্রিক কর্তৃত্ব লাভ করিবেক এবং সমস্ত মানবজাতির উন্নতাবস্থার স্বরূপাত হইবেক! ত্রয়ো-
ত্রিংশৎ বৎসরান্তে তাঁহার নীতিশাস্ত্র প্রাণল্য লাভ করিবেক। ঐ ত্রয়োত্রিংশৎ বৎসর ৭, ৫, ২১, এই তিন ভাগে বিভক্ত,—এই কয়েকটি পবিত্র সংখ্যা। ৭ সাত বৎসর পরে ক্রান্তের রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা-
ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইবেক, এবং তিনি ঐ সুযোগে পূর্বপ্রস্তাবানুযায়িক একশত ধ্রুববাদপ্রতিপোষক গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর সমস্ত পুস্তকই একবারে ভস্মসাৎ করিবেন, এবং যে সকল প্রাণী ও বৃক্ষ-
লতাশুলুমানি তাঁহার বিবেচনায় বিদ্যার্থীদিগের

অনুশীলন করা অনাবশ্যক বোধ হইবেক তৎসমুদায় নির্মা-
চন করিয়া অনতিবিলম্বেই শিক্ষাপ্রণালী হইতে বহি-
ষ্কৃত করিবেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি যেন ত্রিকালজ্ঞের
ন্যায় উহাদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান অব-
স্থার বিষয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ
বৎসর পরেই নেপলীয়ান্ তিন জন প্রসিদ্ধ ধ্রুববাদীর
হস্তে ফ্রান্সের রাজকাৰ্য্য সমর্পণ করিবেন। অতঃপর ঐ
তিন জন অবশিষ্ট ২১ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সকে তদীয়ব্যৱহার
উপযোগী করিয়া তুলিবেন, এবং তদন্তে তাঁহারা অপর
তিন জন স্থির ও প্রকৃষ্ট ধনাধ্যক্ষের হস্তে সমস্ত কর্তৃত্ব-
ভার প্রত্যর্পণ করিবেন, যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রধান
আচার্য্যের সাহায্যে একবারেই যুগান্তর উপস্থিত
করিবেন। কোম্‌ত এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু
দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় তাঁহার মনের বাসনা মনেই
বিলীন হইয়াছিল। এই সম্ভ্রমীপা পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যের
সাধ্যমূলত কি আছে? ইচ্ছা মতে আমরা কিছুতেই পূর্ণ-
মনোরথ হইতে পারি না। কোন প্রসিদ্ধ কবি এই মর্মে
লিখিয়াছেন,—

“যতই আমরা কেন করি না যতন,

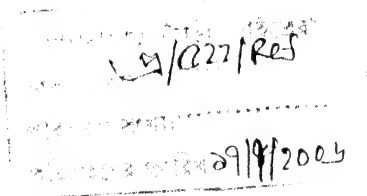
জগদীশ বিনা কিছু না হয় সাধন।”

একগুণে ফ্রান্সে ধ্রুববাদিদিগের একটি উচ্চতর বিদ্যালয়
আছে এবং এক জন ধ্রুববাদীও তৎকর্তৃত্বভারাপন্ন আছেন;
কিন্তু একগুণে তহাদিগের কেহই প্রধান আচার্য্য নাই।

উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে, যদিও আমরা সামান্যতঃ এতাবৎকাল পণ্ডিতাভিমानी ও অনপনীয়-
 ভ্রান্তিকূহকে ভ্রাব্যমান অগন্তু কোম্ব্তকে অসাধ্যসাধনে
 কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাইয়া আপনার অলোকসামান্য
 ধৌশক্তিকে নিরর্থক বিনষ্ট করিতে দেখিয়া অরুশ
 আমুক্তকণ্ঠে এবং বিস্তারিত রসনায় শ্লেষ ও উপহাস
 করিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে সক-
 লেই বিলক্ষণ প্রতীত হইবেন যে, পরিহাসরসিক ও ব্যঙ্গো-
 ক্তি-প্রিয় লোক ব্যতীত প্রাক্ত এবং উদারস্বভাব বক্তি
 মাত্রই হাস্য সম্বরণ করিবেন । কারণ এতাদৃশ অসামান্য
 মেধাসম্পন্ন, নিম্পৃহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তদ্ব-পরায়ণ মহা-
 ত্মাকে পণ্ডিতশ্রেণীতে জীবনসৰ্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে দেখিয়া সদা-
 শয় লোক মাত্রই যে অশ্রু বিসর্জ্য করিবেন, ইহার আর
 অণুমাত্র সন্দেহ নাই । তিনি যে কিদৃশ মহীয়সী অধ্যব-
 সায, গভীর গবেষণা, অপরিমিত পরিশ্রম, এবং অপার যত্ন
 পরম্পরায় স্বীকার করিয়া আপন অতুল প্রতিভাশক্তিকে
 অনর্থক অপ্রশস্ত কল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহা
 প্রতিপথাক্রমে হইলে সৰ্ব্বগরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে,-
 যাহার শতাংশের একাংশ জ্ঞানলোকসম্পন্ন বিশুদ্ধ সত্য-
 পথে,—অর্থাৎ, শাস্ত্রানুমত, ন্যায্যানুগত ও বিচারসঙ্গত
 বিষয়ে প্রবর্তিত হইলে ভূমণ্ডলের অশেষ মঙ্গল সাধিত
 হইতে পারিত ; কিন্তু হায় ! মনুষ্যের স্বভাবমূলত ভ্রম-
 প্রমাদাদি দোষে পতিত হইয়া তিনি যে আপনাকে

জন্মের মত বিনষ্ট করিয়াছেন, ইহা কি সামান্য আন্দোলনের বিষয়!

সমাপ্ত।



সঙ্কলিত শব্দ সমূহের ইংরাজী অর্থ ।

| | | |
|--------------------|--------|--------------------------|
| অর্থব্যবহারশাস্ত্র | ... | Political Economy. |
| অধিদৃষ্টি | | Apercus. |
| অনুসন্ধান-রীতি | ... | Method of Investigation. |
| অনুসারী | | Follower. |
| অন্ত্বেবাসী | | Boarder. |
| অভিবাদক | | Admirer. |
| অরাজকতা | | Anarchy. |
| আত্ম-তত্ত্ব | | Theology. |
| আনুমিতক | | Deductive. |
| আত্মীক্ষিক | | Inductive. |
| আত্মীক্ষিকী | | Metaphysics. |
| উপপ্লব | | Crisis. |
| উপাচার্য | | Private Tutor. |
| একবর্গতাপাদন | ... | Co-ordination. |
| ঔপযগপত্র | | Marriage Register. |
| গৃহসম্পাদক | | Private Secretary. |
| জীবিতাখ্যায়ক | ... | Biographer. |
| দৃষ্টিবিজ্ঞান | | Optics. |
| ধ্রুববাদ | | Positivism. |
| নীতি | | Polity. |
| পরমসৎ | | Humanity. |

| | | | |
|----------------------|-----|-----|----------------------|
| প্রকল্পনা | ... | ... | Hypothesis. |
| প্রমাণানুগতধর্ম | ... | ... | Requisites of Proof. |
| প্রমাতৃগত | ... | ... | Subjective. |
| প্রমেয়গত | ... | ... | Objective. |
| প্রশ্নোত্তরিকা | ... | ... | Catechism. |
| বাতুলালয় | ... | ... | Lunatic Asylum. |
| ব্যবস্থাপকসভা | ... | ... | Directory. |
| ভাব | ... | ... | Emotion. |
| মত | ... | ... | Doctrine. |
| মতোন্মত্ত | ... | ... | Enthusiast. |
| রাজনীতি | ... | ... | Politics. |
| রাজবিপ্লব | .. | .. | Revolution. |
| রাজভক্ত | ... | ... | Royalist. |
| রাষ্ট্রবিপ্লবানুরাগী | ... | ... | Revolutionist. |
| লঘুরূপক | ... | ... | Opera. |
| শাসক | ... | ... | Master. |
| সংবিদ্বিবিবাহ | ... | ... | Civil Marriage. |
| সর্বতন্ত্র | ... | ... | Republic. |
| সমাজশাস্ত্র | ... | ... | Sociology. |
| সমাধিস্থান | ... | ... | Tomb. |
| সামান্যতাপাদন | ... | ... | Generalization. |
| স্বীকৃততত্ত্ব | ... | ... | Datum. |

শুদ্ধিপত্র ১

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|--------|------------|-----------------|----------------------|
| ২ | ... ১৭ ... | মুহূর্ত্ত | ... মুহূর্ত্ত |
| ৩ | ... ১১ ... | বসংবাদে | ... বিসম্বাদে |
| ৪ | ... ৫ ... | ষট্‌ত্রিংশসহস্র | ... ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র |
| ৫ | ... ১১ ... | নিষ্ফল | ... নিষ্ফল |
| ৫ | ... ১৩ ... | দুঃসাধ্য | ... দুঃসাধ্য |
| ৭ | ... ১১ ... | সহায়ায়ী | ... সহাধায়ায়ী |
| ৮ | ... ১৬ ... | কষ্টেসূষ্টে | ... কষ্টেসূষ্টে |
| ৯ | ... ১৪ ... | দুরাদৃষ্ট | ... দুরদৃষ্ট |
| ১০ | ... ১৬ ... | দ্বন্দ্ব | ... দ্বন্দ্ব |
| ১০ | ... ২১ ... | সম্বন্ধীয় | ... সম্বন্ধীয় |
| ১১ | ... ১১ ... | মুদ্রিত | ... মুদ্রিত |
| ১২ | ... ২১ ... | নিপুন | ... নিপুণ |
| ১৮ | ... ২১ ... | প্রচুর | ... প্রচুর |
| ২১ | ... ৫ ... | অপারগ | ... অপারগ |
| .. | ... ২২ ... | আয়াশ | ... আয়াস |
| ২৪ | ... ১৩ ... | দুর্দৈব্য | ... দুর্দৈব |
| ২৫ | ... ১৭ ... | গাহিতে | ... গায়িতে |
| ২৭ | ... ২২ ... | নিঃস্বার্থ | ... নিঃস্বার্থ |
| ৩০ | ... ২ ... | আর | ... আরও |
| ৩৩ | ... ২৩ ... | প্রতিপ্রদায়িনী | ... প্রীতিপ্রদায়িনী |
| .. | | স্বর্ভি | ... স্বর্ভি |
| ৩৪ | .. ৬ .. | উদিপীত | .. উদীপিত |
| ৩৫ | ... ৭ ... | পরদসৎ | ... পরদসৎ । |
| .. | ... ৮ ... | পূজার্চনা | ... পূজার্চনা |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---------------|--------------|------------------|-------|
| ৩৬ ... ১ ... | প্রদার্থে | ... পদার্থে | |
| ১৬ ... | ইয়াছিল | ... হইয়াছিল | |
| ২১ ... | অর্থ৩ | ... অর্থ২ | |
| ৩৭ ... ১৫ .. | ভক্তাচ্ছদন | .. ভক্তাচ্ছাদন | |
| ৩৮ .. ২৩ .. | অনুস্থনা | .. অনুস্থচনা | |
| ৩৯ ... ১৭ ... | কেন্ত | ... কোন্ত | |
| ৪০ ... ৩ ... | আদরনীয় | ... আদরণীয় | |
| ৪০ ... ১০ ... | লক্ষ | ... লক্ষ্য | |
| ৪১ ... ১ ... | মীমাংসা | ... মীমাংসা | |
| ৪৩ ... ১৯ ... | অনুমাত্র | ... অণুমাত্র | |
| ৪৫ ... ২৩ ... | সূত্রপাৎ | ... সূত্রপাত | |
| ৪৭ ... ২০ ... | শতাকীর | ... শতাকের | |
| ৪৮ ... ১১ ... | নীত্যরানুগী | ... নীত্যানুরাগী | |
| ৪৯ ... ১৫ ... | সহকারি | ... সহকারী | |
| ৫২ ... ১ ... | নিবাসি | ... নিবাসী | |
| ৫৩ ... ১১ ... | পটদশা | .. পটদশা | |
| ১৪ ... | কিদৃশ | ... কৌদৃশ | |
| ৫৬ ... ৬ ... | করিয়ছেন | ... করিয়াছেন | |
| ১৬ .. | মনুষ্যত্বই | ... মনুষ্যত্বই | |
| ৬১... ১০ ... | অদ্ভূত | ... অদ্ভুত | |
| ৬১ ... ২৩ ... | অনাগতে | ... অনাগতের | |
| ৬৩... ৬ ... | ব্যায়ামমর্থ | ... ব্যায়ামমর্থ | |
| ৬৪... ৩... .. | চর্চন | ... চর্চণ | |
| ৬৬... ৯ ... | বক্তি | ... ব্যক্তি | |

